Fortnightly Ahmadi,
October-November, 1953—3 Fortnights

Reg. No. DA.—142

পাক্ষিক

আহমদী

নব পর্য্যায়—৬ষ্ঠ বর্ষ,
১৪শ ১৫শ ও ১৬শ সংখ্যা

পুর্ব্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক আহমদীয়া আঞ্জুমানের মুখপত্র।

অক্টোবর-নবেম্বর ১৯৫৩ ইং ; কার্ত্তিক-অগ্রহায়ণ ১৩৬০ বাং ; আখা-নবুওত ১৩৩২ সৌর হিজরী

খতমে-নবুওত

بسم الله الرحمن الرحيم
نحمده و نصلي على رسوله الكريم و على عبده المسيح
الموعود خدا کے فضل و رحم کے ساتھ هوا الناصر

আশ্চর্য্য হইতে হয় ধর্ম্মের নাম নিয়া এক সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে অপর সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে নিছক মিথ্যা প্রচারণা হইতে দেখিয়া। আরও আশ্চর্য্য হইতে হয়, এই মিথ্যা প্রচারণার স্রষ্টা ও প্রধান প্রচারক তাহারাই, ধর্ম্মনেতা জ্ঞান করিয়া জনসাধারণ যাহাদিগকে ভক্তি করে এবং বিনা বিচারে যাহাদের কথা বিশ্বাস করে।

বহু গয়ের আহমদী আলেম দেশময় প্রচার করিতেছেন, আহমদীয়া জামায়াত মহম্মদ মস্তফা ছঃ আঃ অছাল্লামকে 'খাতামুন্নবীঈন' বলিয়া স্বীকার করেন না ; তাহার পরেও তাহারা নবী আসার সম্ভাবনা স্বীকার করেন। এই প্রচারণা সর্ব্বৈব মিথ্যা।

আহমদীয়া জামায়াতের পক্ষে 'খতম-নবুওত' অস্বীকার করা অসম্ভব। আহমদীদের সহিত যাহাদের পরিচয় আছে, তাহাদের অজানা নাই যে কলেমা "লা ইলাহা মহম্মদুর রছুলুল্লা"ই তাহাদের কলেমা, কোরআনই তাহাদের কেতাব, আঁ হযরত ছঃ আঃ অছাল্লামের আদর্শই তাহাদের আদর্শ, এবং কোরআন ও হাদীস পড়া, বুঝা ও প্রচার করা আহমদীয়া জামায়াতের সর্ব্ব প্রধান কাজ।

আল্লাহতালা কোরআন করীমে মহম্মদ ছঃ আঃ অছাল্লামকে 'খাতামুন-নবীঈন' আখ্যা দিয়াছেন। হাদীসে আঁ হযরত ছঃ আঃ অছাল্লাম স্বয়ং দাবী করিয়াছেন যে তিনি 'খাতামুল-আম্বিয়া', 'আখেরুল-আম্বিয়া', 'আল-আকেব', 'শেষ ইষ্টক' ইত্যাদি। কোরআন ও হাদীস মানিবার দাবীদার কোন ব্যক্তির পক্ষেই আঁ হজরত ছঃ আঃ অছাল্লামকে 'খাতামান-নবীঈন' না বলা অসম্ভব। আহমদীদের পক্ষেও ইহা সম্ভব নহে।

আহমদীয়া জামায়াতে দাখেল হইবার জন্য যে প্রতিজ্ঞা-পত্র সহি করিতে হয়, তাহার একটি শর্ত্ত এই যে "আমি মহম্মদ ছঃ আঃ অছাল্লামকে 'খাতামুন-নবীঈন' জ্ঞান করিব।" এই প্রতিজ্ঞা-পত্রের ছাপান ফরম যে কেহ দেখিতে পারেন।

আহমদীয়া জামায়াতের স্থাপয়িতা তাঁহার জীবনের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত অসংখ্য বার তাঁহার লিখিত পুস্তকে, প্রবন্ধে, বিজ্ঞাপনে ও বক্তৃতায় হজরত মহম্মদ মস্তফা ছঃ আঃ অছাল্লামকে 'খাতামুন-নবীঈন', 'খাতামুল-আমিয়া', 'নবীয়ে আখেরুজ্জমান' ইত্যাদি আখ্যায় অভিহিত করিয়াছেন। নিম্নে ১৮৯১ হইতে ১৯০৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তাঁহার লেখা ছয়টি উক্তি উদ্ধৃত হইল ঃ—

(ক) "হজরত সৈয়েদেনা ও মৌলানা মহম্মদ মস্তফা ছঃ আঃ অছাল্লাম 'খাতামুন-নবীঈন' ও 'খায়রুল-মুরসালীন'। ধর্ম্ম ব্যবস্থা তাঁহার হাতে পরিপূর্ণ হইয়াছে। যে সম্পদের সাহায্যে সত্য পথ লাভ করিয়া মানুষ খোদা পর্য্যন্ত পৌছিতে পারে, তাহা পরিসমাপ্ত হইয়াছে। পার্থিব জীবনে ইহাই আমাদের ধর্ম্মবিশ্বাস এবং খোদার কৃপায় ও আনুকূল্যে এই মর জগৎ হইতে বিদায়কাল পর্য্যন্ত এই বিশ্বাসই পোষণ করিতে থাকিব।" (ইজালা আওহাম, ১ম খণ্ড, ১৩৭ পৃঃ, ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত)।

(খ) "আমি জনাব খাতামুল-আম্বিয়া ছঃ আঃ অছাল্লামের খতম-নবুয়তে আস্থাবান এবং খতম-নবুয়ত অস্বীকারকারীকে ধর্ম্মদ্রোহী ও ইসলামের পরিধির বহির্ভূত মনে করি।" (বক্তৃতা ওয়াজেবুল-ইলান, ৫ পৃঃ, ১৮৯১ খৃঃ অঃ)।

(গ) "ধর্ম্মবিশ্বাস বলিতে খোদা তোমাদের নিকটে যাহা চান, তাহা এই। খোদা এক এবং মহম্মদ ছঃ আঃ অছাল্লাম তাঁহার নবী। তিনি খাতামুল-আম্বিয়া এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নবী।" (কিস্তিয়ে নূহ ; ১৫ পৃঃ, ১৯০২ খৃঃ অঃ)।

(ঘ) "আমরা মুসলমান। আমরা ঈমান রাখি খোদাতালার কেতাব ফুরকানে হামীদের প্রতি ; আমরা ঈমান রাখি যে আমাদের প্রধান হজরত মহম্মদ ছঃ আঃ অছাল্লাম খোদার নবী ও রসুল ; তিনি সমুদায় নবী অপেক্ষা উৎকৃষ্টতম ধর্ম্মব্যবস্থা দিয়াছেন। আমরা ঈমান রাখি যে তিনি খাতামুল-আম্বিয়া।" (মওয়াহিবুর রহমান, ৬৬ পৃঃ, ১৯০৩)

(ঙ) "আঁ হজরত ছঃ আঃ অছাল্লাম 'খাতামুন-নবীঈন' এবং কোরআন 'খাতামুল-কেতাব'।" (পয়গামে ইমাম, ৩০ পৃঃ, ১৯০৫)

(চ) "আমার বিরুদ্ধে এবং আমার জামায়াতের বিরুদ্ধে দোষারোপ করা হয় যে আমরা রসুলুল্লাহ ছঃ আঃ অছাল্লামকে 'খাতামুন-নবীঈন' মানি না। ইহা আমাদের বিরুদ্ধে একটা বিরাট মিথ্যা অপবাদ।" (আল-হাকাম, ৭ই মার্চ্চ, ১৯০৫)।

হজরত মীরজা সাহেবের পর তাঁহার খলীফাগণও আঁ হযরত ছাঃ আঃ অছাল্লামকে খাতামুন-নবীঈন বলিয়া ঈমান পোষণ ও প্রকাশ করিয়া আসিতেছেন। ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে বর্ত্তমান খলিফা হযরত মির্যা বশীরুদ্দিন মাহমুদ আহমদ এক ঘোষণায় বলিয়াছেন—

"আমি হযরত রছুলে করীম ছঃ আঃ অছাল্লামকে খাতামুন-নবীঈন বলিয়া দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করি। কোরআন শরীফের প্রত্যেকটি শব্দকে আমি সত্য মনে করি এবং ইহার পরিবর্ত্তন অসম্ভব মনে করি। যাহারা কোরআন শরীফ বা উহার শিক্ষাকে রহিত সাব্যস্ত করে, তাহাদিগকে আমি কাফের মনে করি। কোরআনের শিক্ষা অনুযায়ী আমি হযরত রছুলে করীম ছঃ আঃ অছাল্লামকে খাতামুন-নবীঈন মানি। জ্ঞানোদয়ের সময় হইতেই আমি এই আকীদা পোষণ করিয়া আসিতেছি এবং খোদার ফজলে মৃত্যু পর্য্যন্ত আমি এই আকীদার উপর কাইম থাকিব। আশা রাখি আল্লাহ আমাকে কিয়ামতের দিন হযরত রছুলে করীম (দঃ)এর খাদেমগণের শ্রেণীতে দাঁড় করিবেন।

প্রকাশ্যে বা গোপনে আমি হযরত রছুলে করীমের খাতামুন নবীঈন হওয়ার অস্বীকারকারী নই। আল্লার নামে কঠোর শপথ করিয়া ঘোষণা করিতেছি যে যদি আমি লোকদিগকে ধোকা দিবার জন্য খতমে নবুওতের প্রতি ঈমান প্রকাশ করিয়া থাকি, তবে আমার উপরে এবং আমার সন্তান সন্ততির উপরে আল্লার লানত নাযিল হউক এবং আমার আরব্ধ যাবতীয় কাজ তিনি

ধ্বংস করুন। এই আকীদা আমি আজই ঘোষণা করিতেছি না; সর্ব্বদাই এই আকীদা পোষণ ও প্রকাশ করিয়া আসিতেছি। ইহার একটি প্রকাশ্য প্রমাণ এই যে বাইয়াত গ্রহনের সময় আমি প্রত্যেক বাইয়াতকারীর নিকট হইতে এই প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিয়া থাকি যে সে হযরত রছুলে করীম ছঃ আঃ অছাল্লামকে খাতামুন-নবীঈন বলিয়া দৃঢ় বিশাস পোষণ করিবে।" (আলফযল ষষ্ঠ বর্ষ, ১১ সংখ্যা, ৭ই আগষ্ট ১৯২৮, ৪ পৃঃ)।

সত্য কথা এই যে আহমদী গয়ের আহমদী নির্ব্বিশেষে সকল সম্প্রদায়ের মুসলমানই এ বিষয়ে একমত যে হজরত মহম্মদ ছঃ আঃ অছাল্লাম 'খাতামুন-নবীঈন'। এ বিষয়েও সকল মুসলমান একমত যে, হুজুর আলাইহেচ্ছালাত ও ছালামের জন্য প্রশংসাবাচক অর্থেই আল্লাহ তাঁহাকে 'খাতামুন-নবীঈন' আখ্যা দিয়াছেন। মীমাংসার বিষয় শুধু এই যে খাতামুন-নবীঈন অর্থ কি?

গত তের শত বৎসরের তফসীর গ্রন্থসমূহ পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায়, 'খাতামুন-নবীঈন' পদে সর্ব্বসম্মত অর্থ এই যে আঁ হজরত ছঃ আঃ অছাল্লাম সর্ব্বশেষ শরীয়তধারী নবী; এবং কেয়ামত পর্য্যন্ত তাঁহার শরীয়ত কখনো 'মনছুখ' (রহিত) হইবে না।"

(১) হযরত মুহীউদ্দীন ইব্‌নে আরবী তাঁহার ফতুহাতে মক্কীয়া নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন—"ইন্নাল্লবুওতাল্লাতী ইনকাতায়াত বেওজুদে রছুলিল্লাহে ছল্লাল্লাহু আলাইহি ও ছল্লাম ইন্নামা হিয়া নবুওতাৎতশরীয়ে, লা মকামাহা; ফালা শরউন ইয়াকুন্নু নাছিখান লেশরইহি ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওছল্লাম ও লা ইয়াযীদু ফি শরইহি হুকমান আখার; ও হাযা মানি কওলিহি ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওছল্লাম ইন্নার রেছালাতা ওন্নবুওতা কাদ ইনকাতাআৎ ফালা রছুলা বাদী ওলা নবীয়া আয লা নবীউন ইয়াকুন্নু আলা শরইন ইউখালিফু শরই বাল ইযা কানা ইয়াকুন্নু তাহতা হুকমে শরীয়তী"—রছুলুল্লার ব্যক্তিত্বে যে নবুওতের পরিসমাপ্তি হইয়াছে তাহা শরীয়তধারী নবুওত ব্যতীত অন্য নবুওত নহে। নবুওতের পদপ্রাপ্তির পরিসমাপ্তি ঘটে নাই। আঁ হযরতের শরীয়তকে রহিত করিবার জন্য বা উহাতে নূতন বিধান সংযুক্ত করিবার জন্য কোন নবী আসিবেন না; আঁ হযরতের শরীয়তের বিরোধী শরীয়ত সহও কোন নবী আসিবেন না; যিনি আসিবেন তাঁহার শরীয়তের অধীন হইবেন। এই কথা বুঝাইবার জন্য তিনি বলিয়াছিলেন, রেছালাত ও নবুওত নিশ্চয়ই শেষ হইয়া গিয়াছে; আমার পরে রছুল নাই আমার পরে নবী নাই। ফতুহাতে মক্কীয়া ২য় জিল্দ ৭৩ পৃঃ।

(২) হযরত মোল্লা আলী কারী লিখিয়াছেন—"লা ইয়াতী নবীউন বাদাহু ইয়ানছিখু মিল্লাতাহু ও লামইয়াকুন মিন উম্মতিহি"—তাঁহার পরে এমন কোন নবী আসিবেন না যিনি তাঁহার ধর্ম্মকে রহিত করিবেন এবং তাঁহার উম্মতি হইবেন না। মউযুয়াতে কবীর ৫৮ পৃঃ।

(৩) হযরত ইমাম মুহম্মদ তাহির ছাহেব মজমাউলবেহার নামক পুস্তকের পরিশিষ্টে লিখিয়াছেন—"হাযা লা ইউনাফী হাদীছা লা নবীয়াবাদী লে আল্লাহু আরাদা লা নবীউন ইয়ানছিখু শরয়াহু"—এই কথা লা নবীয়াবাদী হাদীছের বিরোধী নহে। এই হাদীছে আঁ হযরত ইহাই ব্যক্ত করিয়াছেন যে তাঁহার শরীয়ত মনছুখ করিতে কোন নবী আসিবেন না।

(৪) হযরত ইমাম আবদুল ওহাব শা'রানী লিখিয়াছেন—"কওলুহু ছল্লাল্লাহু আলায়হি ওছল্লাম লা নবীয়া বাদী ও লারছুলা আলমুরাদু বিহি লা মুশরিয়ান বা'দী"—"লা নবীয়া বা'দী ও লারছুলা" আঁ হজরতের উক্তি। ইহার মর্ম্ম এই যে তাঁহার পরে কোন শরীয়তধারী নবী বা রসুল হইবেন না। (আল-ইয়াওয়াকিতুল জওয়াহির ২য় খণ্ড, ৪২ পৃঃ)

(৫) জনাব নওয়াব ছিদ্দীক হাছান খান ছাহেব লিখিয়াছেন—লা নবীয়া বাদী আয়া হেয় জিসকে মানে নযদিক অইলেইলমকে ইয়ে হেয় কে মেরে বাদ কুই নবী শরয়ে নাছিখ লেকর নেহি আয়েগা—লা নবীয়া আসিয়াছে। জ্ঞানিগণের নিকট ইহার অর্থ এই যে আমার পর আমার শরীয়তের রহিতকারী শরীয়তসহ কোন নবী আসিবেন না।

(৬) হজরত মোজাদ্দেদে আলিফ সানী শেখ আহমদ সরহেন্দী রাজি আল্লাহ আনহু 'মকতুবাত' ১ম খণ্ডে লিখিয়াছেন—"আঁ হজরত ছঃ আঃ অছাল্লামের পর তাঁহার অনুবর্ত্তীতার ফলে আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকার সূত্রে নবুওতের গুণাবলী লাভ করা আঁ হুজুরের খাতামুন-নবীঈন হওয়ার বিরোধী নহে।"

(৭) দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা হজরত মৌলানা কাসেম ছাহেব নন্মুতুবী তাঁহার "তহজিরুন নাস" কেতাবের ১৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—আমাদের নবী ছঃ আঃ অছাল্লামের জমানার পরে কোন নবী আসিবেন ধরিয়া লইলেও খতম নবুয়তের ব্যতিক্রম ঘটে না।"

(৮) লক্ষ্ণৌ ফিরিঙ্গির মহলের হজরত মৌলানা আবদুল হাই সাহেব "দাফে-উল-উস্‌ওয়াস কি আসরে ইবনে আব্বাস" কেতাবের ১২ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন:—"আঁ হজরত ছাঃ আঃ অছাল্লামের পরে বা আঁ হজরতের জামানায় কোন নবী আসা অসম্ভব নয়; নূতন শরীয়ত সহ কোন নবীর আগমনই অসম্ভব।

(৯) "তফসীর গায়েতুল বুরহান" প্রণেতা সুপ্রসিদ্ধ আলেম হাকিম সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান সাহেব তাঁহার "কাওয়াকেব-ই-দুররিয়া" নামক বিখ্যাত কেতাবের ১৪৬-৪৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন:—"ইসলাম সে নবুওতে তাশরিয়ী মুনকাতা হো গায়ী"—অর্থাৎ "ইসলামে শরীয়ত প্রদাতা নবুওতই কর্ত্তিত হইয়াছে; * * * অন্য প্রকারের নবুওত কর্ত্তিত হয় নাই।" (ক্রমশঃ)

—হুরোন্নিছা খাতান।

নব-বর্ষের অভিনন্দন

প্রিয়া ভগ্নিগণ!

পরম করুণাময় আল্লাহতালার অপার অনুগ্রহে আমাদের "লাজনা ইমাউল্লা" কমিটি নানারূপর বাধাবিঘ্ন অতিক্রম ক'রে নূতন বৎসরে পদার্পণ করেছে। তজ্জন্য করুণাময় বিশ্ব নিয়ন্তাকে জানাচ্ছি আন্তরিক ধন্যবাদ। আজ পহেলা জানুয়ারী, ১৯৫৪ ইং সাল। নববর্ষের নূতন প্রভাতের আগমণ হয়েছে দ্বারে দ্বারে। ১৯৫৩ ইং সাল তার সমস্ত গ্লানি সমস্ত কালিমা নিয়ে হারিয়ে গেছে অতীতের কবলে। নববর্ষের প্রথম দিনই পড়েছে শুক্রবার, আর সেই উলপক্ষে আমরা এখানে মিলিত হয়েছি। অতীতে আমরা কতটুকু কাজ করেছি, বা কতটুকু সফলতা লাভ করেছি তা সকলেই জানেন। আজ আর পুনরাবৃত্তি করতে চাই না। যা চলে গেছে তাকে যেতে দিন। আমাদের সমস্যা এখন বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যৎ নিয়ে।

এ বৎসর কিভাবে কাটবে, ইস্‌লামের সেবায় আমরা কতটুকু এগিয়ে যেতে পারবো, তা আগে থেকে কেউ বলতে পারে না। বলতে পারেন একমাত্র আল্লাহতালা। আজ এই নববর্ষের প্রথম দিনে আসুন আমরা সেই পরম করুণাময় আল্লাহতালার দরবারে আরজ জানাই যাতে করে এ বছর আমাদের জন্য, ইসলামের জন্য, জমাতের জন্য সব দিক দিয়ে শুভ হয়।

আজকের দিনে 'লাজনা'র বোনদের এই প্রতিজ্ঞাই করতে হবে যাতে করে আমরা আলাদের মনের সমস্ত গ্লানি, সমস্ত জড়তা দূর করে দিয়ে হজরত আমীরুল মোমিনীনের (আইঃ) প্রতিটি আদেশকে বাস্তবে রূপায়িত করতে পারি। খোদাতালা যেন আমাদেরকে তাঁর নির্দ্দেশিত পথে খাছ দেলের সাথে কাজ ক'রে যাবার তৌফিক দেন। আমীন!

আজ জমাতের প্রতিটি লোক এমন এক পরিস্থির মোকাবেলায় দাঁড়িয়েছে, যেখানে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের প্রয়োজন। সংগ্রাম অপর লোকের সঙ্গে নয়; সংগ্রাম প্রবৃত্তির সহিত বিবেকের, কর্ম্মবিমুখতার সহিত কর্ত্তব্যের। আজ আমাদের কাছে কর্ত্তব্যের আহ্বানই দেখা দিয়েছে বড় হয়ে। অস্তিত্বের চেয়ে এর দায়িত্ব পালনই বড় কথা। আমরা নিজেদের আহমদী বলে পরিচয় দিয়ে থাকি, কিন্তু আহমদীয়াতের জন্য এপর্য্যন্ত আমরা কতটুকু ত্যাগ স্বীকার করেছি?

(১০ম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

জীবিত ধর্ম্ম (৩)

জীবিত ধর্ম্মের দশটি লক্ষণ উল্লেখ করিয়াছি। এখন ইসলামের ঐশীগ্রন্থ পবিত্র কোরআন হইতে উহার সপক্ষে আয়াত উদ্ধৃত করিয়া ইসলামের জীবিত ধর্ম্ম হওয়ার প্রমাণ দিব।

১। দাবী

(ক) ইসলাম ধর্ম্মের ঐশী গ্রন্থ পবিত্র কোরআন কোন মানব রচিত নহে, পরন্তু ইহা আল্লাহতায়ালার তরফ হইতে নাজেল হইয়াছে।

"রহমান খোদা কোরআন শিখাইয়াছেন।" (সুরা রহমান—১ম রুকু)।

"আমি আল্লাহ, আমি সব দেখি। ইহা একটি পুস্তক। তোমার উপর আমরা ইহা নাজেল করিয়াছি, যেন তুমি মানুষকে তাহাদিগের প্রতিপালকের অনুমতিমূলে ঘন তমসা হইতে আলোকে আনয়ন করিতে পার, শক্তিশালী ও প্রশংসিতের পথ অভিমুখে।" (সুরা ইব্রাহিম—১ম রুকু)।

আল্লাহতায়ালা এই গ্রন্থ তাঁহার তরফ হইতে নাজেল হওয়ার প্রমাণস্বরূপ জগতকে একদিকে এমন কি ইহার একটি কথার পর্য্যন্ত মোকাবেলা করার চ্যালেঞ্জ দিয়াছেন, অপর দিকে জানাইয়াছেন যে আল্লাহতায়ালার তরফ হইতে না হইলে ইহার মধ্যে অনেক গরমিল দেখা যাইত।

"কিম্বা তাহারা কি বলে: তিনি (হজরত মোহাম্মদ দঃ) ইহা জাল করিয়াছেন। না! তাহারা বিশ্বাস করে না। সুতরাং তাহারা ইহার অনুরূপ একটি কথা আনয়ন করুক যদি তাহারা সত্যবাদী হয়।" (সুরা তুর—২য় রুকু)। পবিত্র কোরআনের এ চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করিতে আজও কেহ সাহসী হয় নাই।

"তাহারা কি তবে কোরআনের সম্বন্ধে চিন্তা করেনা? এবং যদি ইহা আল্লাহ ব্যতিরেকে আর কাহারও তরফ হইতে হইত, তাহা হইলে তাহারা ইহার মধ্যে অনেক গরমিল দেখিতে পাইত।" (সুরা নেসা—১১ রুকু)

(খ) ইহার পালন মানবকে আধ্যাত্মিক জীবন দান করে।

"ইহা উপদেশ এবং প্রাঞ্জাল কোরআন বই আর কিছুই নহে। ইহা সাবধান করে তাহাকে যে জীবন চাহে।" (সুরা ইয়াসিন—৫ম রুকু)

পবিত্র কোরআনের জীবন্ত পরশ যে সব জাতি গ্রহণ করিয়াছে তাহারা এই আয়েতের সত্যতার জলন্ত প্রমাণ। আজও ইহার এই শক্তি অটুট রহিয়াছে। পবিত্র কোরআনের কোন আয়েতের উপর আমল করিয়া অদ্যাবধি কেহ কখনও ক্ষতিগ্রস্থ হয় নাই এবং আয়েন্দাও হইবে না।

(গ) ইহা সর্ব্ব জাতির জন্য।

"নিশ্চয়ই আমরা অবতীর্ণ করিয়াছি পুস্তক (কোরআন) সত্য সমভিব্যবহারে মানব জাতির জন্য।" (সুরা জুমার—৪র্থ রুকু)।

"নিশ্চয়ই তুমি (হে মোহাম্মদ দঃ) সাবধানকারী এবং পথ প্রদর্থক সর্ব্ব জাতির জন্য।" (সুরা রা'দ—১ম রুকু)।

পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় কোন এরূপ ঐশী গ্রন্থ নাই যাহার মধ্যে উহার বাহক সম্বন্ধে উক্তরূপ সাক্ষ্য বর্ত্তমান।

২। বিশ্বস্ততা

(ক) ইহা সর্ব্বজন স্বীকৃত সত্য যে পবিত্র কোরআন সকল প্রকার কাটছাট হইতে মুক্ত এবং ইহা প্রথম যে আকারে অবতীর্ণ হইয়াছিল আজও ঠিক সেই অবস্থায় আছে। উহার একটি আকার ইকারও পরিবর্ত্তিত হয় নাই। এইভাবে ইহাকে বিশুদ্ধ অবস্থায় রাখার ওয়াদা পবিত্র কোরআনে আল্লাহতায়ালা পূর্ব্ব হইতে দিয়াছেন।

নিশ্চয়ই আমরা এই জিকর নাজেল করিয়াছি এবং নিশ্চয়ই আমরা ইহার রক্ষক" (সুরা হিজর—প্রথম রুকু)।

পবিত্র কোরআনের আয়াতগুলি একদিকে পুস্তক আকারে জমা করা দ্বারা ও অপর দিকে হাফেজগণের দ্বারা মুখস্থ করাইয়া এই রক্ষার ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করা হইয়াছে। "নিশ্চয়ই ইহাকে (পবিত্র কোরআনকে) গ্রন্থ আকারে জমা করা ও উহার পাঠ আমাদের জিম্মায় আছে সুতরাং যখন আমরা ইহার আবৃত্তি করিয়াছি, তখন তোমরা আবৃত্তির অনুসরণ কর (মুখস্থ কর)।" (সুরা কেয়ামত—১ম রুকু)। সুতরাং ঈদৃশ দ্বিবিধ উপায়ে পবিত্র কোরআন রক্ষিত হওয়ার কারণে ইহা সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ। পবিত্র কোরআনের গোড়াতেই দাবী করা হইয়াছে, "ঐ পুস্তক, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই, ইহা পথ প্রদর্শক মুত্তাকিগণের জন্য।" (সুরা বকর—১ম রুকু)। কাটছাঁট হইতে মুক্ত এইরূপ ঐশী গ্রন্থ পৃথিবীতে দ্বিতীয় আর নাই।

(খ) ইসলাম ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা হজরত মোহাম্মদ (দঃ)এর জীবনী ও শিক্ষা ঐতিহাসিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত এবং আদর্শের জন্য সম্পূর্ণরূপে নির্ভরযোগ্য।

অপর কোন ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠাতার এই বৈশিষ্ট নাই। হজরত মোহাম্মদ (দঃ)এর চরিত্র অতীব মহান। আল্লাহতায়ালা পবিত্র কোরআনকে যেরূপ রক্ষা করার ওয়াদা দিয়াছেন, সেইরূপ হজরত মোহাম্মদ (দঃ)এর মহান চরিত্রও লিপিবদ্ধ এবং তদুপায়ে রক্ষিত হওয়ার ওয়াদা দিয়াছেন।

"কসম দোয়াত ও কলমের, এবং যাহা লিখা হয়; আল্লাহর কৃপায় নিশ্চয়ই তুমি পাগল নহ, এবং নিশ্চয়ই তোমার জন্য আছে পুরস্কার যাহা কখনও কাটা যাইবে না এবং নিশ্চয়ই আছ তুমি অতীব মহান চরিত্রের উপর। অতএব ইহা দেখিবে তুমি (বর্ত্তমান কাল) এবং তাহারাও (ভবিষ্যৎ যুগের মানব জাতিও) দেখিবে।" (সুরা কলম—১ম রুকু)।

এই ভবিষ্যদ্বাণীর সফলতা আমরা আজ অক্ষরে অক্ষরে দেখিতে পাইতেছি। পুস্তক প্রচলনের বিস্তৃতির সহিত হজরত মোহাম্মদ (দঃ)এর জীবনী ও শিক্ষার ঐতিহাসিক ভিত্তিমূলে, লিখিত আকারে আজ বহুল প্রচার হইতেছে। অতীত জামানা যেরূপ তাঁহার অতীব মহান চরিত্রের সাক্ষ্য দিয়াছে, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ জামানাও এই সাক্ষ্য দিতেছে ও দিতে থাকিবে। আজ তাঁহার চরিত্রের যতই সমালোচনা হইতেছে, তাঁহার চরিত্রের মাধুর্য্য ও পবিত্রতা ততই উজ্জল হইয়া ফুটিয়া জগতকে উদ্ভাসিত করিতেছে।

৩। যৌক্তিতা

পবিত্র কোরআনের প্রত্যেক কথা যুক্তি ও প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত।

এই পবিত্র গ্রন্থের পাতায় পাতায় মানবকে যুক্তির দিকে আহ্বান জানান হইয়াছে। পবিত্র কোরআনে যে কোন বিষয়ে আদেশ বা নিষেধ জানান হইয়াছে উহার যৌক্তিক প্রয়োজনীয়তা, উপকারিতা বা ক্ষতি সঙ্গে সঙ্গে বর্ণিত হইয়াছে।

"নিশ্চয়ই আমরা নাজেল করিয়াছি ইহা আরবী কোরআন যেন তোমরা যুক্তি দিয়া বুঝিতে পার।" (সুরা ইউসুফ—১ম রুকু)।

পবিত্র কোরআনে যুক্তি সঙ্গত কথাই নাই, পরন্তু প্রত্যেক কুট যুক্তি ও বিষয়ের যুক্তি সঙ্গত জবাবও ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

"এবং তাহারা এমন কোন যুক্তি বা বিষয় আনিবে না, পরন্তু আমরা তোমার জন্য আনিয়াছি (উহার জবাব) সত্য সহকারে ও উৎকৃষ্ট অর্থসুচক।" (সুরা ফুরকান—৩য় রুকু)।

"পবিত্র রমজান মাসে এই কোরআন নাজেল করা হইয়াছিল, ইহা হেদায়েত মানব জাতির জন্য পরিষ্কার প্রমাণাবলি ও ভালমন্দের নির্দ্দেশ সহকারে।" (সুরা বকর—২৩ রুকু)।

৪। সাধনোপযোগীতা

(ক) কথিত ও জীবিত ভাষা। পবিত্র কোরআনের আদি ভাষা আরবী। আরবী আজও কথিত ও জীবিত ভাষা। আরব, মিশর ইত্যাদি বহু দেশবাসীর ইহা জাতীয় ভাষা। দুনিয়ার অপর কোন ধর্ম্ম পুস্তকের মৌলিক ভাষা জীবিত নাই। ইঞ্জিল, তৌরাত, আবেস্তা, বেদ, গীতা ইত্যাদি সকল ধর্ম্মগ্রন্থের আদি ভাষা আজ মৃত। কোন দেশবাসী আজ আর এই সকল ভাষায় কথা কহে না। এক দিকে এই সকল ধর্ম্ম গ্রন্থে বহু কাটছাঁট হইয়াছে, অপর দিকে ইহাদের

ভাষা মৃত। সুতরাং এই সকল ধর্ম্মগ্রন্থ একদিকে যেমন নির্ভরের অযোগ্য অপর দিকে তেমনি উহার সঠিক মর্ম্ম উপলব্ধি করা অসম্ভব হওয়ার কারণে উহার বিধান পালন করাও বিপজ্জনক।

পবিত্র কোরআনের ভাষা জীবিত রহিয়াছে। সুতরাং উহার অর্থ বুঝিতে পারা সহজ।

(খ) ইসলাম প্রাকৃতিক ধর্ম্ম; ইহার বিধানগুলি প্রাকৃতিক নিয়মের সহিত সঙ্গতি সম্পন্ন।

"সুতরাং তোমাদিগের মুখ খাড়া কর প্রাকৃতিক অবস্থায় স্থাপিত ধর্ম্মের জন্য; আল্লাহ কর্ত্তৃক সৃষ্ট প্রকৃতি, যাহার উপর তিনি মানবকে সৃষ্টি করিয়াছেন। আল্লাহর সৃষ্ট বিধানে কোন পরিবর্ত্তন নাই। ইহাই সত্য ধর্ম্ম। কিন্তু অধিকাংশ মানব ইহা জানে না।" (সুরা রুম—৪র্থ রুকু)।

এই আয়েতের অর্থ সম্বন্ধে আবু হোরায়রা হইতে বর্ণিত বুখারীর এক হাদিস আছে, "প্রত্যেক শিশু ইসলাম অর্থাৎ প্রকৃতির ধর্ম্মে জন্মগ্রহণ করে, পরে তাহার পিতামাতা তাহাকে ইহুদী, খৃষ্টান বা মজুসী বানায়।"

প্রকৃতির নিয়মে কোথাও কোন গরমিল নাই। এ বিষয়ে গবেষণাকারীদের জন্য পবিত্র কোরআনে এক চ্যালেঞ্জ রহিয়াছে,—"আল্লাহতায়ালা কর্ত্তৃক সৃষ্ট প্রকৃতি রাজ্যে কোন অসামঞ্জস্য দেখিতে পাইবে না। পুনরায় তাকাইয়া দেখ, তোমরা কি কোন অনিয়ম দেখিতে পাও? আবার আবার পরীক্ষামূলক দৃষ্টি দিয়া বারে বারে দেখ। তোমাদিগের দৃষ্টি লজ্জিত হইয়া ফিরিয়া আসিবে এবং উহা ক্লান্ত হইয়া যাইবে।" (সুরা আলমুল্‌ক—১ম রুকু)।

পবিত্র কোরআন প্রকৃতির নিয়মের সহিত সঙ্গতি সম্পন্ন। ইহার শিক্ষাগুলিও পরস্পর সঙ্গতি সম্পন্ন। "আল্লাহ নাজেল করিয়াছেন উৎকৃষ্ট ঘোষণা (এই) পুস্তক যাহার বিভিন্ন অংশ সামঞ্জস্যপূর্ণ।" (সুরা আজ-জুমর ৩য় রুকু)।

প্রকৃতির ধর্ম্ম ইসলাম প্রকৃতির পূর্ণ শিশু মানবের জন্য সম্পূর্ণ উপযোগী ও কল্যাণময় হওয়া একান্ত স্বাভাবিক।

(গ) জীবিত ধর্ম্মের শিক্ষা সহজ ও পালনযোগ্য হওয়া চাই।

ইসলামের শিক্ষাকে আল্লাহতায়ালা পালনের জন্য সহজ করিয়া দিয়াছেন। "আল্লাহতায়ালা তোমাদিগের জন্য স্বাচ্ছন্দ্য চাহেন, এবং তিনি তোমাদিগের জন্য কষ্ট চাহেন না।" (সুরা আল-বকর—২৩শ রুকু)। পবিত্র ইসলামে নিষ্ক্রিয় বিশ্বাসের শিক্ষা নাই, কর্ম্মময় ঈমানের শিক্ষাই আছে। পবিত্র কোরআনে যেখানেই ঈমানের কথা আছে, উহার সহিত অবিচ্ছেদ্যভাবে নেক আমল করার আদেশও যুক্ত হইয়াছে। "নিশ্চয়ই যাহারা ঈমান আনে ও নেক আমল করে তাহাদিগের গন্তব্যস্থল ফেরদৌস নামক জান্নাত।" (সুরা কাহাফ—শেষ রুকু)। কিন্তু আমলকে কঠিন করা হয় নাই সহজ করা হইয়াছে। "ফলতঃ ইহাকে (কোরআনকে) আমরা তোমার (রসুল দঃএর) রসনায় (ভাষায়) সহজ করিয়া দিয়াছি যেন তাহারা (মানব জাতি) মনযোগী হইতে পারে!" (সুরা আদ-দুখান—৩য় রুকু)।

যেখানে কষ্টের আশঙ্কা আছে সেখানেও আরামের অভয় দেওয়া হইয়াছে। "নিশ্চয়ই কষ্টের সহিত আরাম রহিয়াছে।" (সুরা ইনশিরাক)।

(ঘ) প্রবর্ত্তকের জীবনী ঐশীগ্রন্থের দর্পণস্বরূপ হওয়া চাই।

পবিত্র কোরআনে বর্ণিত সকল আদেশ ও নিষেধ হজরত মোহাম্মাদ (দঃ) কর্ম্মদ্বারা স্বীয় জীবনে প্রতিফলিত করিয়া দেখাইয়াছেন। "আমি অনুসরণ করি না অপর কিছুর পরন্তু (অনুসরণ করি) যাহা কিছু আমার উপর অবতীর্ণ করা হইয়াছে।" (সুরা ইউনুস—২য় রুকু)। হজরত আয়েশা (রাঃ) হজরত মোহাম্মাদ (দঃ)এর চরিত্র সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হইলে বলিয়াছিলেন, "পবিত্র কোরআন তাহার চরিত্র লেখা।" পবিত্র কোরআন হজরত মোহাম্মাদ (দঃ) সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিতেছে, "নিশ্চয়ই তোমরা পাইয়াছ আল্লাহর রসুলের মধ্যে এক উৎকৃষ্ট আদর্শ ঐ ব্যক্তির জন্য যে আল্লাহ ও শেষ দিনের কামনা করে এবং আল্লাহকে খুব বেশী স্মরণ করে।" (সুরা আল আহজাব—৩য় রুকু)।

৫। প্রগতিশীলতা

(ক) জীবিত ধর্ম্ম সদা সময়োপযোগী থাকিবে।

ইসলাম যুগের সমস্যা সমাধান করিতে চির সক্ষম। মানব জাতির মঙ্গলের জন্য আল্লাহতায়ালা পবিত্র কোরআনকে অবতীর্ণ করিয়াছেন। আল্লাহতায়ালা ইহার এবারতকে রক্ষা করার ভার স্বয়ং লইয়াছেন। তদ্রূপ ইহার যুগোপযোগী ব্যাখ্যার ভারও আপন হস্তে রাখিয়াছেন। "নিশ্চয়ই ইহাকে (পবিত্র কোরআনকে) গ্রন্থ আকারে জমা করা ও উহার পাঠ আমাদের জিম্মায় আছে, সুতরাং যখন আমরা ইহার আবৃত্তি করিয়াছি, তখন তোমরা আবৃত্তির অনুসরণ কর। পুনঃ ইহার অর্থ করাও আমাদের জিম্মা।" (সুরা কেয়ামত—১ম রুকু)। বস্তুতঃ প্রত্যেক যুগই এ কথার সাক্ষী যে মুসলমানজাতির মধ্যে সদা এরূপ মহাপুরুষের আবির্ভাব হইয়াছে যাহারা যুগের সকল প্রশ্নের জবাব পবিত্র কোরআন হইতে দিয়া আসিয়াছেন। বর্ত্তমান যুগও ইহার সাক্ষী এবং ভবিষ্যতেও ইহার ব্যতিক্রম হইবে না।

পবিত্র কোরআনে আল্লাহতায়ালা বলিয়াছেন "মহিমান্বিত রাত্রি (প্রত্যেক শতাব্দীর শেষের অন্ধকার ভাগ, যখন সংস্কারক আবির্ভূত হন) এক হাজার মাস (৮৩ বৎসর) অপেক্ষা শ্রেয়ঃ। ফেরেস্তাগণ ও রুহ নাজেল হয় ইহাতে (এই রাত্রে) তাহাদিগের রবের আদেশ সহকারে প্রত্যেক বিষয়ের শান্তির জন্য।" (সুরা আল কদর)। নিম্নে লিখিত হাদিস এই সুরার ব্যাখ্যা।

"নিশ্চয়ই আল্লাহ এই উম্মতের জন্য উত্থিত করিবেন প্রত্যেক শতাব্দীর শীর্ষভাবে এমন ব্যক্তিকে যিনি উহার (উম্মতের) জন্য উহার ধর্ম্মকে তাজা করিয়া দিবেন।" (হাদিস—আবু দাউদ)।

(খ) জীবিত ধর্ম্মের শিক্ষা মানব মনোবৃত্তি নিচয়ের স্বাস্থ্যপূর্ণ উৎকর্ষ সাধনের সুযোগ দান করে। মানবের মনোবৃত্তি নিচয়ের স্বাস্থ্যপূর্ণ উৎকর্ষের জন্য প্রয়োজন হৃদয়ের প্রশস্ততা। গোঁড়ামিপূর্ণ ও সঙ্কীর্ণ শিক্ষা মানব মনের উৎকর্ষের পরিপন্থী। ইসলামে গোঁড়ামি ও সঙ্কীর্ণতার স্থান নাই। উহার শিক্ষা পালন আত্মার পূর্ণতা আনে। "আমরা কি তোমার জন্য তোমার হৃদয়কে প্রশস্ত করিয়া দিই নাই?" (সুরা ইনশারাহ)। "আল্লাহ যাহাকে হেদায়েত করিতে চাহেন, তিনি তাহার হৃদয়কে ইসলামের জন্য প্রশস্ত করিয়া দেন।" (সুরা আন'আম—১৫ রুকু)। হজরত মোহাম্মাদ (দঃ) ও তাঁহার সাহাবাগণের ও যাঁহারা তাঁহাদিগের পদাঙ্ক অনুসরণ করে তাঁহারা একথার জলন্ত সাক্ষী। "এবং আত্মা ও উহার পূর্ণতা; ফলতঃ তিনি ইহাকে (আত্মাকে) ইলহাম দ্বারা অবগত করাইয়াছেন, ইহার সত্য ভ্রষ্ট হওয়া ও পরহেজগারীর বিষয়। যে ব্যক্তি ইহার (আপন আত্মার) শুদ্ধি করে, সে সফলতা লাভ করিবে এবং ইহাকে (আপন আত্মাকে) যে কলুষিত করিবে, সে নিষ্ফল হইবে।" (সুরা আল-শাম্‌স)। আল্লাহতায়ালা প্রত্যেক মানবকে তাহার মনোবৃত্তি নিচয়ের পূর্ণ উৎকর্ষ সাধন করিয়া আপন আত্মার পূর্ণতা লাভ করিবার ক্ষমতা দিয়াছেন। পবিত্র ইলহামী গ্রন্থ পবিত্র কোরআন উহার পথ বলিয়া দিয়াছে। যে ব্যক্তি সে পথের অনুসরণ করে সে আপন আত্মার পূর্ণতা লাভে সক্ষম হয় এবং যে ব্যক্তি অবহেলা করে এবং ঐ শিক্ষার বিরুদ্ধাচরণ করে সে নিষ্ফল হয়।

(গ) জীবিত ধর্ম্মের মানব জাতিকে সদা ক্রমোন্নতির পথে আগাইয়া লইয়া যাওয়া চাই। জ্ঞান চর্চ্চা ও গবেষণা মানব জাতিকে উন্নতির পথে লইয়া যায়। ইসলাম ধর্ম্ম মানব জাতিকে জ্ঞানের বিভিন্ন মর্ম্মে গবেষণার জন্য জোর আহ্বান দিয়াছে। "কে সপ্ত আকাশকে স্তরে স্তরে সাজাইয়াছে? তুমি রহমানের সৃষ্টিতে কোন অসামঞ্জস্য দেখিতে পাইবে না। তৎপরে আবার দেখ। কোথাও কি কোন বিশৃঙ্খলা দেখিতে পাও? আবার আবার তোমার চক্ষু ফিরাইয়া ফিরাইয়া দেখ। তোমার দৃষ্টি বিভ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া ফিরিয়া আসিবে (অর্থাৎ কোথাও কোন ত্রুটি পাইবে না)।" (সুরা মুলক—১ম রুকু)।

শৈথল্য পরিহার করিয়া ঈদৃশ গবেষণার ধারা বজায় রাখিয়া যাহারা পবিত্র কোরআনের শিক্ষাকে মানিয়া চলিবে তাহাদিগের প্রাধান্য সদা অক্ষুণ্ন থাকিবে এবং তাহারা সদা মানব জাতির অগ্রগতির শীর্ষভাগে থাকিবে। "এবং তোমরা

(১২শ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

নমায শিক্ষা— সপ্তম পাঠ — পূর্ব্ব প্রকাশিতেরপর —মুমতায আহমদ

বিত্‌রের নমায

এশার নমাযের পর হইতে ছুবেহ ছাদিকের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বিত্‌র নমাযের সময়। উহা তিন রাকাত নমায; এক নিয়তে পড়িতে হয়; এক ছালামে পাড়া যায়; দুই ছালামে পড়া আফযল। উহার নিয়ম এই—প্রথম দুই রাকাত পড়িয়া ছালাম ফিরাইতে হয়। তৎপর তৎক্ষণাৎ দাঁড়াইয়া কাণ পর্য্যন্ত উভয় হাত উঠাইয়া আল্লাহু আকবর বলিয়া বুকের সংলগ্ন হাত বাঁধিতে হয়। তৎপর ছানা, তাআউয ও তছমিয়া পড়ার পর ছুরা ফাতিহা ও অন্য এক ছুরা পড়িয়া রুকু করিতে হয়। রুকু করার পর কওমাতে দাঁড়াইয়া দোয়া কুনুত পড়িতে হয় তৎপর ছিজদা করিয়া বসিয়া তশহুদ, দরূদ ও দোয়া মাছুরা পড়িয়া ছালাম ফিরাইতে হয়।

তাহাজ্জুদের নমায

তাহাজ্জুদ অর্থ রাত্রিকালে ঘুম ভাঙ্গিয়া উঠা। দ্বিপ্রহর রাত্রির পর নিদ্রা ভঙ্গ করিয়া উঠিয়া যে নমায পড়া হয় উহাকে তাহাজ্জুদের নমায বলে। ইহা কম পক্ষে দুই রাকাত এবং ঊর্দ্ধে আট রাকাত পর্য্যন্ত পড়া হয়। হযরত নবী করীম (দঃ) দুই দুই রাকাত করিয়া আট রাকাত নমায পড়িতেন। একা নমাযীও কেরাআত উচ্চস্বরে পড়িতে পারে। এক নিয়তেও আট রাকাত পড়া যায়।

ছালাতুত তারাবীহ্‌

তারাবীহের নমায প্রকৃত পক্ষে তাহাজ্জুদেরই নমায। হযরত নবী করীম (দঃ) রমজান শরীফেও শুধু তাহাজ্জুদের নমাযই পড়িয়াছেন। ইহা বিশুদ্ধ হাদীছ সমূহ দ্বারা প্রমাণিত আছে। রমজান মাসে এশার নমাযের পর জমাতের সহিত উক্ত আট রাকাত নমায পড়া উত্তম। অতি দ্রুত কুরআন শরীফ পড়া যাহা মুকতদী বুঝিতে পারে না তাহা জাইয নহে।

জুমুআর নমায

প্রত্যেক বালিগ ও সুস্থ-বুদ্ধি মুসলমানের উপর জুমুআর নমায ফরয। পীড়িত, প্রবাসী, ক্রীতদাস ও নারীর উপর ফরয নহে, তবে ইচ্ছা করিলে পড়িতে পারে। যদি তাহারা জুমুআর নমাযে শামিল হয় তবে যুহর পড়িতে হইবে না। প্রত্যেক জুমুআর দিন স্নান করা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কাপড় পরা এবং সুগন্ধি দ্রব্য ব্যবহার করা ছুন্নত। শুক্রবারে ফজরের নমাযে প্রথম রাকাতে ছুরা আলিফ-লাম-মীম-ছিজদা এবং দ্বিতীয় রাকাতে ছুরা দহর পড়া ছুন্নত। জুমুআর ফরয নমাযে প্রথম রাকাতে ছুরা জুমুআ এবং দ্বিতীয় রাকাতে ছুরা মুনাফিকুন অথবা প্রথম রাকাতে ছুরা আ'লা এবং দ্বিকীয় রাকাতে ছুরা গাশিয়া পড়া ছুন্নত।

মুকতদী মেয়েদের জন্য পর্দ্দার আড়ালে একেবারে পশ্চাতে বা কোন পার্শ্বে স্থান করিতে হয়। স্বামী স্ত্রী জমাতে নমায পড়িলে মুকতদী স্ত্রী সঙ্গেও দাঁড়াইতে পারে।

জুমুআর নমাযের সময় দ্বিপ্রহর ঢলিবার পর হইতে আছরের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত। ইমাম ব্যতীত দুইজন লোক হইলেই জুমুআর নমায পড়িতে হইবে। ঐ দুই-জনের মধ্যে যদি একজন নারী হয় তবুও জুমুআর নমায পড়া জাইয। খুত্‌বাহ ব্যতীত জুমুআর নমায জাইয নহে। উহা দুই রাকাত ফরয নমায। ইহার পূর্ব্বে চারি রাকাত নমায পড়া ছুন্নত। যদি ঐ ছুন্নত আরম্ভ করার পূর্ব্বে খুতবা আরম্ভ হইয়া যায় তবে দুই রাকাত পড়িতে হয়। জুমার দুই রাকাত ফরয নমাযের পর চারি রাকাত বা দুই রাকাত ছুন্নত পড়িতে হয়। যখন ইমাম মিম্বরের উপর আরোহন করেন তখনই মুওয়িযন আযান দিবে এবং প্রত্যেক মুছল্লী ইমামের খুতবা নীরবে মনোযোগের সহিত শুনিতে থাকিবে।

জুমুআর প্রথম খুতবা

"আশহাদু আল-লাইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা-শরীকা লাহু ও আশহাদু আন্না মুহাম্মদান আবদুহু ও রছুলুহু। আম্মাবা'দু ফা আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাই-তানির রাজীম বিছমিল্লাহির রহমানির রহীম।" তৎপর ছুরা ফাতিহা পড়িবে। তৎপর কুরআনের কোন অংশ বা আয়াত পড়িয়া উহার অর্থ এবং ব্যাখ্যা করিয়া সময়োপযোগী ওয়ায করিবে।

এইভাবে প্রথম খুতবা শেষ করিয়া ইমাম মিম্বরের উপর কিছু সময় বসিবে তৎপর দাঁড়াইয়া দ্বিতীয় খুতবা পড়িবে।

দ্বিতীয় খুতবা

"আলহামদু লিল্লাহে নাহমাদুহু ও নাছতায়ীনুহু ও নাছতাগফিরুহু ও নু'মিনু বিহি ও নাতাওয়াক্কালু আলাইহি ও নাউযুবিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুছিনা ও মিন ছাইয়েআতি আ'মালিনা; মাই য়্যাহ দিহিল্লাহু ফালা মুযিল্লালাহু ও মাই য়্যযলিলহু ফালা হাদিয়ালাহু; ও নাশহাদু আল-লাইলাহা ইল্লাল্লাহু ও আশহাদু আন্না মুহাম্মদান আবদুহু ও রছুলুহু। ইবাদিল্লাহি রাহিমা কুমুল্লাহু ইন্নাল্লাহা য়্যা'মুরু বিল আদলি ওল এহছানি ও ঈতায়িযিল কুরবা ও য়্যানহা আনিল ফাহশাই ওলমুনকারে ওল বগ্‌য়ি; য়্যাযিযুকুম লাআল্লাকুম তাযাক্কারুন। উযকুরুল্লাহা য়্যাযকুরকুম ওয়াদউহু য়্যাছতাজিবলাকুম ও লাযিকরুল্লাহি আকবর"—সমস্ত প্রশংসা আল্লার জন্য। আমরা তাঁহার প্রশংসা করিতেছি, তাঁহার নিকট সাহায্য চাহিতেছি, তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি, তাঁহার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিতেছি, তাঁহার উপর নির্ভর করিতেছি এবং আল্লার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা চাহিতেছি আমাদের প্রবৃত্তির অপকার হইতে ও আমাদের কার্য্যের অমঙ্গল সমূহ হইতে। আল্লাহ যাহাকে পথ প্রদর্শন করেন কেহ তাহাকে বিপথগামী করিতে পারে না এবং যাহাকে বিপথগামী করেন তাহাকে কেহ হেদায়ত করিতে পারে না। আমরা সাক্ষ্য দিতেছি যে মুহাম্মদ আল্লার গোলাম ও তাঁহার প্রেরিত নবী। হে আল্লার বন্দাগণ! আল্লাহ তোমাদের উপর দয়া করুন। নিশ্চয় আল্লাহ আদেশ করিতেছেন সুবিচার করার জন্য, পরোপকার করার জন্য ও আত্মীয় স্বজনকে দান করার জন্য এবং তিনি নিষেধ করিতেছেন অশ্লীল কার্য্য হইতে, অন্যায় কার্য্য হইতে ও বিদ্রোহ হইতে। তিনি তোমাদিগকে উপদেশ দিতেছেন যেন তোমরা উপদেশ মত কার্য্য কর। তোমরা আল্লাহকে স্মরণ কর, তিনি তোমাদিগকে স্মরণ রাখিবেন এবং তাঁহার নিকট তোমরা দোয়া কর, তিনি তোমাদের দোয়া কবুল করিবেন। নিশ্চয় আল্লার যিক্‌র অতি মহান।

ঈদের নমায

রমযান শরীফের রোযা শেষ হইলে শওয়ালের প্রথম তারিখে ঈদুল ফিতিরের নমায পড়া হয় এবং যিলহজ্জ চান্দের দশম তারিখে ঈদুল আযহার নমায পড়া হয়। দিনের প্রথম অর্দ্ধ প্রহরের পর হইতে দ্বিপ্রহরের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এই নমায পড়িতে পারা যায়। ঈদুল ফিতিরের দিন নিম্নস্বরে এবং ঈদুল আযহার দিন উচ্চস্বরে তকবীর পড়িয়া এক রাস্তায় ঈদগাহে যাইতে হয় এবং অন্য রাস্তায় বাড়ীতে আসিতে হয়। ইহা ছুন্নত। বৃষ্টির জন্য ঈদগাহে যাইতে না পারিলে মছজিদে ঈদের নমায পড়া জাইয। উভয় ঈদের নমাযে উচ্চস্বরে কেরাত পড়িতে হয়। ঈদগাহে যাইবার সময় এবং তথা হইতে ফিরিবার সময় এবং যিলহজ্জ চান্দের ৯ই ফজর হইতে ১৩ই আছর পর্য্যন্ত প্রত্যেক ফরয নমাযের পর তকবীর পড়িতে হয়। তকবীর এই—

"আল্লাহু আকবর, আল্লাহু আকবর, লাইলাহা ইল্লাল্লাহু, আল্লাহু আকবর, আল্লাহু আকবর ও লিল্লাহিল হামদ"—আল্লাহ সকলের বড়, আল্লাহ সকলের বড়, আল্লাহ ছাড়া এবাদতের যোগ্য আর কেহ নাই, আল্লাহ সকলের বড়, আল্লাহ সকলের বড় এবং আল্লার জন্যই সকল প্রশংসা।

উভয় ঈদের নমায এক নিয়মেই পড়িতে হয়। দুই রাকাত ঈদুল ফিতির বা ঈদুল আযহার নমায পড়ার নিয়ত করিয়া আল্লাহু আকবর বলিয়া বুকের সংলগ্ন উভয় হাত বাঁধিয়া ছুবহানাকা পড়িতে হয়। তৎপর সাতবার আল্লাহু আকবর বলিতে হয় এবং প্রত্যেকবারেই কাণ পর্য্যন্ত হাত উঠাইতে হয় সপ্তম বারে আল্লাহু আকবর বলিয়া হাত বাঁধিতে হয়। তৎপর তাআউয ও তছমিয়া

পড়িয়া ছুরা ফাতিহা পড়িতে হয় তৎপর অন্য এক ছুরা পড়িয়া রুকু ছিজদা করিয়া এক রাকাত পূর্ণ করিতে হয়। তৎপর দ্বিতীয় রাকাতে আল্লাহু আকবর বলিয়া দাঁড়াইতে হয় তৎপর পাঁচবার আল্লাহু আকবর বলিতে হয় এবং পঞ্চম বারে আল্লাহু আকবর বলিয়া হাত বাঁধিয়া বিছমিল্লাহ পড়িয়া রাকাত আরম্ভ করিতে হয় এবং দ্বিতীয় রাকাত শেষ করিয়া নমায পূর্ণ করিতে হয়। তৎপর জুমুআর খুতবার মত ইমাম খুতবা পড়িবেন এবং আ শ্যকীয় মছায়েল বর্ণনা করিবেন। জুমআর খুতবাহ নমাযের আগে এবং ঈদের খুতবাহ নমাযের পরে পড়িতে হয়।

ছফরের নমায

বাড়ী হইতে অন্যত্র রাত্রি যাপন করার উদ্দেশ্যে এগার মাইল বা তার বেশী দূরবর্ত্তী স্থানে যাইবার নিয়তে স্বগ্রাম হইতে বাহিরে গেলেই নমায কছর পড়িতে হয়। ছফর কালে ফজরের ছুন্নত এবং বিতর ব্যতীত অন্যান্য ছুন্নত না পড়িলে কোন দোষ হয় না। কোন স্থানে পনর দিন থাকার নিয়ত করিলে কছর পড়া যায় না। চাকুরী বা তেজারতের ব্যাপারে ছফর করাই যাহাদের কাজ, তাহাদের পক্ষে কছর পড়া জাইয নহে।

দুই নমায এক অক্তে পড়া

(জমউ বাইনাছ ছালাতায়ন)

মুছাফির বা পীড়িত অবস্থায়, বা বৃষ্টির জন্য মছজিদে যাওয়া অসুবিধাজনক হইলে, বা অন্য কোন শক্ত উযর থাকিলে যুহর ও আছরের নামায এবং মাগরিব ও এশার নামায একত্রে পড়া জাইয। যে দুই অক্তের ফরয নমায একত্রে পড়া হয়, তাহার ছুন্নতগুলি পড়িতে হয় না।

জানাযার নমায

জানাযার নমায মছজিদেও পড়া যায়, বাহিরেও পড়া যায়। ইমাম মৃতদেহকে সামনে রাখিয়া নমায পড়াইবেন। মুকতদী বেযোড় সারি বাঁধিয়া দাঁড়াইবে। এই নমাযে রুকু এবং ছিজদা নাই। শুধু চারিবার তকবীর (আল্লাহু আকবর) বলিবে। প্রত্যেক তকবীরের সময় হাত উঠাইতেও পারা যায় এবং না উঠাইলেও কোন দোষ নাই। প্রথম তকবীরের পর ছানা তাআউয ও তছমিয়া পড়িয়া ছুরা ফাহিহা পড়িবে। দ্বিতীয় তকবীরের পর নমাযের মধ্যে যে দরূদ পড়া হয় সেই দরূদ পড়িবে। তৃতীয় তকবীরের পর নিম্নলিখিত দোয়া পড়িবে এবং দোয়ার শেষে চতুর্থ তকবীরের পর ছালাম ফিরাইবে :—

"আল্লাহুম্মাগ ফির লাহু ওয়ারহামহু ও আফিহি ওয়া'ফু আনহু ও আকরিম নুযুলাহু ও ওয়াছছি মদখালাহু ওয়াগছিলহু বিলমাএ ওছছলজে ওলবরদে ও নাক্কিহি মিনাল খাতায়া কামা নাক্কাইতা ছওবাল আবয়্যায মিনাদ দনছে ও আবদিলহু দারান খয়রান মিনদারিহি ও আহলান খয়রাম মিন আহলিহি ও যওজান খয়রাম মিন যওজিহি ও আদখিলহুল-জান্নাতা ও আয়িযহু মিন আযাবিল কবরে ও মিন আযাবিন্নারে।"

স্ত্রীলোকের জানাযার নমাযের দোয়ায় প্রত্যেক হু এবং হি স্থলে হা পড়িতে হইবে।

ইগফিরলাহু—তাহাকে ক্ষমা কর। ইরহামহু—তাহাকে দয়া কর। আফিহি—তাহাকে সুখে রাখ। উ'ফু আনহু—তাহার দোষগুলি ছাড়িয়া দাও। আকরিম—সম্মান কর। নুযুলাহু—তাহার আথিতেয়তা। ওয়াছছি—প্রশস্ত কর। মদখালাহু—তাহার প্রবেশ স্থান। ইগছিলহু—তাহাকে ধৌত কর। বিলমায়ে—পানী দ্বারা। অছছলজে—বরফের দ্বারা। অলবরদে—শীতলতা দ্বারা। নাকিহি—তাহাকে পরিষ্কার কর। আলখাতায়া—পাপ সমূহ। নাককাইতা—পরিষ্কার করিয়াছ। আছছওবা—কাপড়। আলআবিয়্যায—শাদা। আদদনছা—ময়লা। আবদিলহু—তাহাকে বদল কর। দারান—গৃহ। খয়রান—শ্রেষ্ঠ। আহলান—পরিবার। যওজান—সঙ্গী। আদখিলহু—তাহাকে প্রবেশ করাও। আল-জন্নাতা—বেহেশ্‌ত। আইযহো—তাহাকে রক্ষা কর। আযাব—শাস্তি। আলকবর—কবর। আন্নার—দুযখ।

হে আল্লাহ তাহাকে ক্ষমা কর, তাহার প্রতি দয়া কর, তাহাকে সুখে রাখ, তাহার দোষগুলি ছাড়িয়া দাও, তাহার আথিতেয়তাকে সম্মানিত কর, তাহার প্রবেশ স্থানকে প্রশস্ত করে দাও, তাহাকে জল বরফ ও শীতলতা দ্বারা বিধৌত কর এবং তাহার পাপে কালিমাগুলি পরিষ্কার করিয়া দাও যেভাবে শ্বেতবস্ত্রের মলিনতাকে পরিষ্কার কর এবং তাহাকে তাহার ঘরের পরিবর্ত্তে উত্তম ঘর দাও, তাহার পরিবারের চেয়ে শ্রেষ্ঠ পরিবার দাও এবং তাহার সঙ্গী হইতে উৎকৃষ্ট সঙ্গী দাও এবং তাহাকে বেহেস্তে দাখিল কর এবং তাহাকে কবরের আযাব হইতে বাঁচাও এবং দুযখের শাস্তি হইতে রক্ষা কর।

নাবালিগের জানাযার দোয়া

আল্লাহুম্মাজআলহু লানা ছলফান ও ফরতান ও যুখরান ও আজরান।

ছলফান—অগ্রগামী। ফরতান—আরামদায়ক। যুখরান—সঞ্চিত ধন। আজরান—বিনিময়।

হে আল্লাহ তাহাকে আমাদের জন্য অগ্রগামী কর, আরামদায়ক কর, সঞ্চিত ধন ও বিনিময়রূপে পরিণত কর।

তছবীহ্ সহ নমায

হযরত নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন, প্রতিদিন বা প্রতি জুমুআয় বা প্রতি বৎসর অথবা কম পক্ষে জীবনে একবার এই নমায অবশ্যই পড়িবে। এই নমায চারি রাকাত। প্রত্যেক রাকাতে ছুরা ফাতিহা এবং অন্য এক ছুরা পড়ার পর পনরবার এই তছবীহ পড়িবে—

"ছুবহানাল্লাহি ওলহামদু লিল্লাহি ও লাইলাহা ইল্লাল্লাহু ওল্লাহু আকবর"; তৎপর রুকু করিবে এবং রুকুর তছবীহ পড়ার পর উক্ত তছবীহ দশবার পড়িবে; তৎপর তছমী পড়িতে থাকিয়া দাঁড়াইবে এবং তহমীদ পড়িবে তৎপর দাঁড়াইয়া দশবার এই তছবীহ পড়িবে; তৎপর ছিজদায় যাইবে, ছিজদার তছবীহ পড়ার পর এই তছবীহ দশবার পড়িবে তৎপর উঠিয়া বসিবে এবং দোয়া পড়ার পর বসিয়া এই তছবীহ দশবার পড়িবে তৎপর দ্বিতীয় ছিজদা করিবে এবং ছিজদার তছবীহ পড়ার পর দশবার এই তছবীহ পরিবে তৎপর বসিবে এবং দশবার ঐ তছবীহ পড়িবে তৎপর দ্বিতীয় রাকাতের জন্য দাঁড়াইবে এবং এইভাবে চারি রাকাত পূর্ণ করিবে এবং চারি রাকাতে তিন শতবার বর্ণিত তছবীহ পরিবে (ক্রমশঃ)

আহমদিয়া বিরোধী আন্দোলন।

লাহোর, ২রা ডিসেম্বর।—কাদিয়ানী বিরোধী আন্দোলনের অবসানকল্পে পাকিস্তানের কোন মুসলমানকে কাদিয়ানী ধর্ম্মমত গ্রহণে প্রলুব্ধ করা হইবে না—এই মর্ম্মে প্রকাশ্য নীতি ঘোষণার জন্য ইতিপূর্ব্বে এক উচ্চপর্য্যায়ের সম্মেলনে আহমদীয়া সম্প্রদায়ের নেতাকে অনুরোধ জ্ঞাপনের যে সোপারেশ করা হয়, অদ্য পাঞ্জাব হাঙ্গামার তদন্ত আদালতে পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী খওয়াজা নাজি-মুদ্দীন উহার পুনরাবৃত্তি করেন।

তিনি বলেন যে, ১৯৫৩ সালের ১৩ই ফেব্রুয়ারী হইতে তিনদিন পর্য্যন্ত এই উচ্চ পর্য্যায়ের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। শুধু পূর্ব্ব বঙ্গের গবর্ণর ব্যতীত পাকিস্তানের সকল প্রদেশের গবর্ণর এবং প্রধানমন্ত্রীগণ উক্ত সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। ইহা ছাড়া বাহওয়ালপুরের প্রধানমন্ত্রী, পাকিস্তানের প্রধান সেনাপতি দেশরক্ষা দফতরের সেক্রেটারী এবং বেলুচিস্তানে গবর্ণর জেনারেলের এজেন্টকেও এই সম্মেলনে আহ্বান করা হইয়াছিল।

খওয়াজা নাজিমুদ্দীন বলেন : কাদিয়ানী বিরোধী আন্দোলনের ফলে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়, উল্লিখিত উচ্চ পর্য্যায়ের সম্মেলনে দীর্ঘ তিনদিনব্যাপী সে সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছিল। কারণ সরকারের মনে এরূপ আশঙ্কার সৃষ্টি হইয়াছিল যে সামরিক আইন প্রত্যাহারের পর পুনরায় অবস্থার অবনতি ঘটিতে পারে। সম্মেলনে অংশ গ্রহণকারী সদস্যদের অনেকে অনেক প্রস্তাব উত্থাপন করেন। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত আমার প্রস্তাবটিই অধিকসংখ্যক সদস্যের অনুমোদন

লাভ করিয়াছিল। কিন্তু ইহার কিছুদিন পরেই আমাকে প্রধানমন্ত্রীর পদ হইতে অপসারিত করা হয়। উহার পর আমার প্রস্তাব সম্পর্কে আর কোন কিছু শুনিতে পাই নাই। "কাদিয়ানী বিরোধী দাবীদাওয়া বিবেচনার জন্য উপযুক্ত মানব বুদ্ধির প্রয়োগে একটি সুষ্ঠু উপায় উদ্ভাবন করা বাঞ্ছনীয়"—বলিয়া খওয়াজা নাজিমুদ্দীন ইতিপূর্ব্বে তদন্ত আদালতে যে উক্তি করেন, উহার প্রতি অদ্য পুনরায় তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। আদালত জানিতে চাহেন যে, সাক্ষী (খওয়াজা নাজিমুদ্দীন) আজ পর্য্যন্ত কোন সুষ্ঠু ও কার্য্যকরী উপায় উদ্ভাবনে সক্ষম হইয়াছেন কি না।

খওয়াজা নাজিমুদ্দীন বলেন ঃ ১৯৫৩ সালের ১৩ই ফেব্রুয়ারী তারিখ হইতে যে উচ্চ পর্য্যায়ের সম্মেলন শুরু হয়, উহাতে আমি বলিয়াছিলাম যে, আহমদীগণ স্বভাবতঃই সকল মুসলমানকে আহমদীয়া ধর্ম্মমত গ্রহণে প্রলুব্ধ করার চেষ্টা করিবে। কিন্তু পাকিস্তানে মুসলমান ছাড়াও লক্ষ লক্ষ অমুসলমান রহিয়াছে। কাজেই মুসলমানদিগকে নূতন করিয়া দীক্ষিত করার চেষ্টা না করিয়া উহার পরিবর্ত্তে বরং অমুসলমানদিগকে এছলাম ধর্ম্মে দীক্ষিত করার চেষ্টা করাই বাঞ্ছনীয়।

চৌধুরী জাফরুল্লাহ খানের এক প্রশ্নের জওয়াবে খওয়াজা নাজিমুদ্দীন বলেন যে, দাওয়াত না পাওয়া সত্ত্বে যদি কোন মুসলমান আহমদীয়াদের সভায় যোগদান করে, তবে সে ক্ষেত্রে কোনরূপ আপত্তি উঠিতে পারে না।

মিয়া দওলতানার পক্ষের কৌসুলি জনাব ইয়াকুব আলী খান কর্ত্তৃক খওয়াজা নাজিমুদ্দীনকে জেরা করা সমাপ্ত হইলে অদ্য তদন্ত আদালতে পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্র সচিব জনাব মুশতাক আহমদ গুরমানী এবং যোগাযোগ সচিব সরদার বাহাদুর খানের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়। আগামীকল্য জনাব ইব্রাহিম আলী চিশ্‌তি, আমীর বখশ্‌ পাহলোয়ান এবং পাবলিক রিলেশন্স বিভাগের প্রাক্তন ডিরেক্টর জনাব নূর আহমদের অসমাপ্ত সাক্ষ্য সহ আরও তিন ব্যক্তির সাক্ষ্য গ্রহণ করা হইবে। ("দৈনিক আজাদ" ১৮ই অগ্রহায়ণ, ১৩৬০)

"আহমদী" পত্রিকার ভিঃ পিঃ

"আহমদী" পত্রিকার গ্রাহক এবং অনুগ্রাহকদের খেদমতে বিনীত নিবেদন এই যে আগামী জানুয়ারী মাস পর্য্যন্ত যাঁহাদের বার্ষিক চাঁদা প্রেরণ করিবেন না, তাঁহাদের নামে ভিঃ পিঃ প্রেরণ করা হইবে। যে সমস্ত বন্ধু সেই তারিখ পর্য্যন্ত চাঁদা প্রেরণ করিবেন না, তাহারা ভিঃ পিঃ ফেরৎ দিবেন না বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইবে। অতএব আশাকরি, কেহই ভিঃ পিঃ ফেরত দিয়া গরীব জমাতের অর্থ অপব্যয়ের জন্য দায়ী হইবেন না। "আহমদী"র মূল্য সডাক বার্ষিক ৪৲ টাকা ছাত্রদের জন্য সডাক.....টাকা। সমস্ত টাকা কড়ি সেক্রেটারী মাল, পূর্ব্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক আঞ্জুমানে আহমদীয়া, ৪নং বক্সীবাজার রোড, পোঃ আঃ রমনা, এই ঠিকানায় প্রেরণ করিতে হইবে। ইতি—

খাকছার—দৌলত আহমদ খাঁ খাদিম
সেক্রেঃ মাল, পূঃ পাঃ প্রাঃ আঞ্জুমানে আহমদীয়া।

পাঞ্জাব দাঙ্গা তদন্ত আদালতের দশটি প্রশ্ন

লাহোর, ২২শে ডিসেম্বর—পাঞ্জাব দাঙ্গা তদন্ত আদালত অদ্য সংশিষ্ট পক্ষগণকে এই মর্ম্মে নোটিশ দিয়াছেন যে, সওয়াল জওয়াবের সময় তাহাদিগকে প্রসঙ্গতঃ দশটি বিষয়ে বিবরণী দিতে হইবে এবং নিজ নিজ উক্তির সমর্থনে প্রমাণ উদ্ধৃত করিতে হইবে। বিষয়গুলি নিম্নলিখিতরূপ :—

১। মসিহ ও মাহদীর আবির্ভাব।

২। প্রত্যাশিত মসিহ এবং মরিয়মের পুত্র ঈসা (আঃ) একই ব্যক্তি হইবেন কি না।

৩। মসিহ এবং মাহদী নবীর মর্য্যাদাশালী হইবেন কি না এবং অহি অথবা এলহাম পাইবেন কি না।

৪। তাঁহাদের মধ্যে কেহ অথবা উভয়েই কোরআন অথবা সুন্নার কোন বিধান বাতেল করিবেন কি না।

৫। হজরত নবী করীম ছঃ আঃ অছাল্লামের উপর কি প্রকারে অহি পৌছান হইত এবং তাঁহার নিকটে হজরত জিব্রাইল (আঃ) দৃশ্যমান আকারে উপস্থিত হইয়াছিলেন কিনা।

৬। সর্ব্বদল-মুসলিম-সম্মেলনের পক্ষ হইতে 'খাতামুন-নবীঈনের' যে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে তাহা সর্ব্বকালেই মুসলিম ধর্ম্মবিশ্বাসের অঙ্গ বিবেচিত হইয়াছে কি না।

৭। অমুসলমানদিগকে বৈদেশীয়দিগের ন্যায় ধর্ম্মমূলক-শাসন-ব্যবস্থার বহির্ভূত সাব্যস্ত করিবার সপক্ষে কোরআনের আয়াত ও সুন্নার সমর্থন কি আছে; এবং তাহাদিগকে কতটা বিদেশীয়বৎ করা যাইতে পারে; ইতিহাস হইতে এইরূপ ব্যবস্থার উল্লেখ; এরূপ ব্যবস্থাধীনে প্রকাশ্যভাবে অমুসলমানদের স্ব স্ব ধর্ম্ম প্রচারের অধিকার; পাপে প্রায়শ্চিত্য নীতি।

৮। "প্রত্যক্ষ কর্ম্ম পন্থা"র যুক্তিযুক্ততা।

৯। আহমদীদের প্রকাশিত যে সমস্ত পুস্তক অপর মুসলমানদের ধর্ম্মানুভূতির পক্ষে পীড়াদায়ক হইয়াছে।

১০। অন্যান্য মুসলমানদের প্রকাশিত যে সকল পুস্তক আহমদীদের ধর্ম্মানুভূতির পক্ষে পীড়াদায়ক হইয়াছে। —এ, পি, পি "ডন", করাচী, ২৩শে ডিসেম্বর, ১৯৫৩ ইং।

প্রাদেশিক সালানা জলসা এবং প্রাদেশিক শুরা কমিটির অধিবেশন

বন্ধুগণ অবগত আছেন যে, আগামী ৫ই মার্চ্চ, ১৯৫৪ ইং মোতাবেক ২১শে ফাল্গুন রোজ শুক্রবার দিবস পূর্ব্ব পাকিস্তান আঞ্জুমনে আহমদীয়ার শুরা কমিটির বার্ষিক অধিবেশন এবং ৬ই ও ৭ই মার্চ্চ, ১৯৫৪ ইং মোতাবেক ২২শে, ২৩শে ফাল্গুন, ১৩৬০ বাংলা রোজ শনি ও রবিবার দিবসদ্বয়ে সালানা জলসার অধিবেশন হইবে। এই উপলক্ষে কতকগুলি বিষয় নিবেদন করা প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে।

প্রাদেশিক সালানা জলসার ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য বন্ধুগণের প্রতি ইতিপূর্ব্বেই চাঁদার আবেদন প্রেরিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় আবেদন এই যে, যে সমস্ত বন্ধুকে আল্লাহতালা ইতিমধ্যে কোন সন্তান দান করিয়াছেন এবং তাঁহাদিগকে আকিকা সম্পন্ন করিবার তৌফিক দান করিয়াছেন, তাঁহারা যদি সালানা জলসা উপলক্ষে আকিকার গরু, বকরী ইত্যাদি বা ইহার মূল্য আদায় করিয়া দেন—তবে তাঁহাদের সন্তানদের আকিকার মাংস পূর্ব্ব পাকিস্তানের সমস্ত আহমদীদের নিকট পৌছিতে পারে। আশাকরি এ বিষয়ে প্রত্যেক সঙ্গতি সম্পন্ন বন্ধুই এই সুবর্ণ সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করিবেন।

তৃতীয় কথা এই জলসার কোন কেন্দ্র হইতে কত সংখ্যক মেহমান আসিবেন তদ্বিষয়ে একটি অনুমানিক হিসাব পাওয়া গেলে জলসার জন্য প্রস্তুত আহার্য্য দ্রব্যের অপচয় হইতে রক্ষা পাওয়া যাইতে পারে। অতএব বন্ধুগণ প্রত্যেক এবিষয়ে একটি আনুমানিক সংখ্যা প্রেরণ করিলে খাকছার বড়ই বাধিত হইবে।

চতুর্থ কথা এই যে প্রত্যেক আগন্তুক নিজ নিজ বিছানা, মশারী, বদনা ইত্যাদি সঙ্গে আনিবেন।

পঞ্চম নিবেদন এই যে, প্রত্যেক আঞ্জুমান এবং প্রত্যেক আহমদী যাহাদের মাসিক চাঁদা, অসিয়তের চাঁদা ইত্যাদি দেয় আছে, তাহা প্রাদেশিক সালানা জলসার পূর্ব্বে আদায় করিবার পূর্ণ চেষ্টা করিবেন। আপনাদের দোয়া প্রার্থী—

খাকছার—দৌলত আহমদ খাঁ খাদিম
সেক্রেটারী মাল, পূঃ পাঃ প্রাদেশিক আঞ্জুমানে আহমদীয়া
৪ নং বক্সীবাজার রোড, ঢাকা।

পিতামাতার প্রতি কর্ত্তব্য।

সঙ্কলক—মোহম্মদ

১। আবু হোরায়রা হইতে বর্ণিত হইয়াছে এক ব্যক্তি প্রশ্ন করিল, "হে আল্লার রছুল, আমার জন্য উৎকৃষ্ট সঙ্গী কে?" তিনি বলিলেন, "তোমার মাতা"। ঐ ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, 'তাঁহার পরে কে?" তিনি উত্তর দিলেন "তোমার মাতা"। ঐ ব্যক্তি পুনরায় প্রশ্ন করিল "তাঁহার পরে কে?" তিনি বলিলেন, "তোমার মাতা।" ঐ ব্যক্তি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, "তাঁহার পর কে?" তিনি উত্তর দিলেন "তোমার পিতা।"

অপর এক বর্ণনা অনুসারে উক্ত প্রশ্নের উত্তরে হজরত বলিয়াছিলেন, "তোমার মাতা, তৎপরে তোমার মাতা, তৎপরে তোমার মাতা এবং তৎপরে তোমার পিতা এবং তৎপরে তোমার নিকট আত্মীয়গণ এবং তৎপরে তোমার নিকট আত্মীয়গণ।" (বুখারী ও মুসলিম)

২। ইবনে ওমর হইতে বর্ণিত হইয়াছে আল্লার রসুল বলিলেন, পিতামাতার মৃত্যুর পর তাঁহাদের বন্ধুদের সহিত সখ্যতা রাখা নিশ্চয়ই পিতামাতার প্রতি বাধ্যতার উৎকৃষ্ট নমুনা"। (মুসলিম)

৩। সাওবান হইতে বর্ণিত হইয়াছে—দোয়া ব্যতিরেকে আর কিছুই বিধিলিপি খণ্ডন করিতে পারে না এবং পিতামাতার বাধ্যতা ব্যতিরেকে আর কিছুই আয়ু বর্দ্ধিত করিতে পারে না। নিশ্চয়ই মানুষ আপন কৃত পাপ দ্বারা আপন রিজিক হইতে বঞ্চিত হয়। (ইবনে মাজা)

৪। আবদুল্লাহ বিন আসর হইতে বর্ণিত হইয়াছে—আল্লার রসুল বলিলেন "পিতামাতার সন্তুষ্টিতে রবের সন্তুষ্টি এবং পিতামাতার অসন্তুষ্টিতে রবের অসন্তুষ্টি।" (তিরমিজি)

৫। আবু দারদা হইতে বর্ণিত হইয়াছে—এক ব্যক্তি তাঁহার নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আমার এক স্ত্রী আছে; আমার পিতা তাহাকে তালাক দিতে আদেশ করিতেছেন। আবু দারদা তাহাকে বলিলেন, আমি আল্লার রসুলকে বলিতে শুনিয়াছি "পিতা বেহেস্তের দরজাগুলির মধ্যবর্ত্তী দরজা। ইচ্ছা হইলে ঐ দরজার হেফাজত কর বা ভাঙ্গিয়া ফেল।" (তিরমিজি ও ইবনে মাজা)।

৬। ইবনে ওমর হইতে বর্ণিত হইয়াছে—আমার এক বাধ্য স্ত্রী ছিল। আমি তাহাকে খুব ভালবাসিতাম। কিন্তু পিতা (ওমর) তাহাকে দেখিতে পারিতেন না। পিতা বলিলেন, "উহাকে তালাক দাও"। আমি অস্বীকার করিলাম। পিতা আল্লার রসুলের নিকট গিয়া একথা বলিলেন। আল্লার রসুল আমাকে বলিলেন, "তাহাকে তালাক দাও।" (তিরমিজি ও আবু দাউদ)।

৭। ইবনে ওমর হইতে বর্ণিত হইয়াছে—এক ব্যক্তি নবী (দঃ)এর নিকট আসিয়া বলিল, "হে আল্লার রসুল, আমি এক মহাপাপ করিয়াছি। উহা স্খলনের কোন উপায় আছে কি?" তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমার মাতা আছেন?" ঐ ব্যক্তি জবাব দিল "না"। তিনি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার খালা আছেন?" ঐ ব্যক্তি বলিল, "হাঁ"। তিনি বলিলেন, "তাহা হইলে তাঁহার প্রতি সদয় ব্যবহার কর?" (তিরমিজি)।

৮। আবু উসায়দেস্-সাইদী হইতে বর্ণিত হইয়াছে—আমরা নবীর (দঃ) নিকট বসিয়াছিলাম, এমন সময়ে সালমা বংশীয় এক ব্যক্তি তাঁহার নিকট আসিয়া প্রশ্ন করিল, "হে আল্লার রসুল, পিতা মাতার মৃত্যুর পরও কি তাহাদের প্রতি বাধ্যতা দেখাইবার উদ্দেশ্যে আমি কিছু করিতে পারি?" তিনি বলিলেন, "হাঁ, তাঁহাদের জন্য দোয়া করা, ক্ষমা প্রার্থনা করা, তাহাদের অপূর্ণ ওয়াদা থাকিলে তাহা পূরণ করা, তাহাদের সম্পর্কে যাহারা তোমার আত্মীয় তাহাদিগের সহিত প্রীতি রাখা এবং তাহাদিগের বন্ধুগণকে সম্মান করা।" (আবু দাউদ ও ইবনে মাজা)।

৯। শোয়াবিয়া বিন জাহেমা হইতে বর্ণিত হইয়াছে—জাহেমা নবীর (দঃ) নিকট আসিয়া বলিল, "হে আল্লার রসুল, আমি যুদ্ধে যাইতে চাই; এ বিষয়ে আপনার পরামর্শ লইতে আসিয়াছি।" তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার মাতা আছেন?" সে বলিল "হাঁ।" তিনি বলিলেন, তাহার নিকটে থাক; স্বর্গ তাহার পায়ের নিকটে অবস্থিত। (আহমদ, নেসায়ী ও বায়হাকি)।

১০। আবু ওমামা হইতে বর্ণিত হইয়াছে—এক ব্যক্তি নবীকে (দঃ) জিজ্ঞাসা করিল, "পুত্রের উপর পিতা মাতার কি অধিকার?" তিনি বলিলেন, "তাঁহারা তোমার জান্নাত এবং দোজখ।" (ইবনে মাজা)।

১১। আয়শা হইতে বর্ণিত হইয়াছে—এক ব্যক্তি নবীকে (দঃ) বলিল, "আমার মা অনাহারে মারা গিয়াছে। আমার ইচ্ছা হয় যদি তিনি কিছু চাহিতে পারিতেন, আমি তাঁহাকে দিতাম। যদি আমি এখন তাঁহার নামে সদকা দিই, তিনি কি উহার বিনিময় পাইবেন?" তিনি বলিলেন, "হাঁ।" (বুখারী ও মুসলিম)।

১২। আবু বাকরা হইতে বর্ণিত হইতে—আল্লার রসুল বলিয়াছেন, "পিতা মাতার প্রতি অবাধ্যতা ব্যতিরেকে আল্লাহতায়ালা সকল অপরাধ ক্ষমা করেন। যে ব্যক্তি এই অপরাধ করে, মৃত্যুর পূর্ব্বেই আল্লার তাহার জন্য শাস্তি আগাইয়া আনেন।" (বাইহাকী)।

১৩। আবু হোরায়রা হইতে বর্ণিত হইয়াছে—আল্লার রসুল বলিলেন, "তাহার নাক মাটিতে ঘষা যাউক, তাহার নাক মাটিতে ঘষা যাউক, তাহার নাক মাটিতে ঘষা যাউক।" প্রশ্ন করা হইল, "কাহার, হে আল্লার রসুল? তিনি বলিলেন, পিতামাতাকে—একজনকে বা উভয়কে—বৃদ্ধ পাইয়াও যে ব্যক্তি স্বর্গ অর্জ্জন করিতে পারে না।" (মুসলিম)।

১৪। আবদুল্লাহ বিন ওমর হইতে বর্ণিত হইয়াছে, আল্লার রসুল বলিলেন "পিতা মাতাকে গাল মন্দ দেওয়া সর্ব্বাপেক্ষা বড অপরাধ।" সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে আল্লার রসুল, কেহ কি আপন পিতা মাতাকে গাল মন্দ দেয়?" তিনি বলিলেন, "হাঁ, অপর ব্যক্তির পিতাকে যে মন্দ বলে, জবাবে অপর ব্যক্তিও তাহার পিতাকে মন্দ বলে; অপর ব্যক্তির মাতাকে যে মন্দ বলে, জবাবে অপর ব্যক্তিও তাহার মাতাকে মন্দ বলে।" (বুখারী ও মুসলিম)।

১৫। ইবনে আব্বাস হইত বর্ণিত হইয়াছে—আল্লার রসুল বলিলেন, "পিতা মাতার প্রতি অনুগত পুত্রের প্রত্যেক সস্নেহ দৃষ্টির জন্য আল্লাহতায়ালা তাহার নামে এক গৃহীত হজ লেখেন।" সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "যদি সে প্রতিদিন শতবার সস্নেহ দৃষ্টিপাত করে?" তিনি বলিলেন, "হাঁ আল্লাহ অতি উচ্চ এবং অনন্ত দানশীল।" (বাইহাকী)।

১৬। ইবনে আব্বাস হইতে বর্ণিত হইয়াছে—আল্লার রসুল বলিলেন, "যে ব্যক্তি প্রভাতে উঠিয়া আল্লার প্রীতি লাভের জন্য পিতা মাতার প্রতি কর্ত্তব্য রত হয়; তাহার জন্য জান্নাতের দুইটি দরজা খোলা হয়; যদি তাহাদের একজন (পিতা বা মাতা) থাকে, তাহা হইলে একটি (দরজা খোলা হয়)। যে ব্যক্তি পিতা মাতার ব্যাপারে আল্লাহর অবাধ্য হয়, তাহার জন্য দোজখের দুইটি দরজা খোলা হয়, যদি তাহার একজন থাকে, তাহা হইলে একটি। এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, "যদি পিতা মাতা পুত্রের উপর জুলুম করে?" তিনি উত্তর দিলে, "যদিও জুলুম করে, যদিও জুলুম করে, যদিও জুলুম করে।" (বাইহাকী)।

১৭। আমর বিন শোয়ার তাহার পিতা ও পিতামহ হইতে বর্ণনা করিয়াছেন—এক ব্যক্তি নবীর (দঃ) নিকট আসিয়া বলিল, আমার ধন আছে এবং আমার পিতা আমার ধন চান।" তিনি বলিলেন, "তুমি এবং তোমার ধন উভয়ই তোমার পিতার। তোমাদিগের সন্তানগণ নিশ্চয়ই তোমাদের উৎকৃষ্ট উপার্জ্জন; তাহাদের উপার্জ্জন হইতে তোমরা খাও।" (আবু দাউদ, নেসায়ী ও ইবনে মাজা)।

তাহরীকে জাদিদ

হজরত আমিরুল মোমেনীনের খোতবার সারাংশ

সংকলক—বাশারত আহমদ খাঁ খাদিম

হজরত আমিরুল মোমেনীন বিগত ইং ২৭।১১।৫৩ তারিখের খোতবায় তাহরিকে জাদিদের নূতন বৎসরের ঘোষণা করিয়াছনে এবং ৪।১২।৫৩ তারিখের খোতবায় বলিয়াছেন যে পশ্চিম পাকিস্তানের ওয়াদাগুলি ইং ১৫।২।৫৪ ও পূর্ব্ব-পাকিস্তানের ওয়াদাগুলি ৩১।৩।৫৪ তারিখের মধ্যে পৌছা চাই। প্রয়োজন হইলে পরে ওয়াদার সময় আরও বাড়াইয়া দেওয়া যাইতে পারে।

এই তাহরিক বা পরিকল্পনার নাম তাহরীকে জাদিদ অর্থাৎ নূতন পরিকল্পনা। আসলে উহা পুরাতন জিনিষ। কুরআন ইহার দিকে মুসলমানদের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছে এবং প্রত্যেক মুসলমানের জন্য আল্লাহ ইহা ফরজ সাব্যস্ত করিয়াছেন। মুসলমানদের গুণ বর্ণনা প্রসঙ্গে কুরআনে বলা হইয়াছে যে তাহারা লোকদিগকে মঙ্গলের দিকে আহ্বান করিবে। কুরান এবং ইসলাম যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট মঙ্গল এ বিষয়ে সন্দেহ কি? নিজের ত্রুটি পূর্ণ জিনিষকেও ভাল মনে করা মানুষের প্রকৃতি। আক্ষেপের কথা এই যে মুসলমান নিজের ভাল জিনিষকেও ভাল মনে করে না।

ইসলাম মুসলমানদের ধর্ম্ম। ইহা অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য্যে পরিপূর্ণ। ইহার প্রচারকল্পে ত্যাগ স্বীকার করা মুসলমানদের কর্ত্তব্য। অপর ধর্ম্ম সম্বন্ধে এই কথা বলা যায় না। তৎসমুদয় নানাপ্রকার ত্রুটি পূর্ণ। ইহা সত্বেও অপর ধর্ম্মাবলম্বীগণ স্ব স্ব ধর্ম্মের প্রচার কল্পে অশেষ ত্যাগ স্বীকার করিয়া থাকে। রসুলে করীম (দঃ) যখন নবুয়তের দাবী করিয়াছিলেন, তখন মক্কাবাসীগণ তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিল। পিতা-পিতামহের ধর্ম্ম ত্যাগ করিবে? এই ছিল তাহাদের যুক্তি। আল্লাহতায়ালা কোরআন শরীফে তাহাদিগকে বলিয়াছেন, পূর্ব্ব পুরুষগণ বেওকুফ হইলেও কি তাহাদের ধর্ম্ম ত্যাগ করিবে না? তাহাদের ধর্ম্ম একান্ত অজ্ঞতামূলক। ইহা সত্বেও উহা রক্ষাকল্পে তাহারা নিজেদের ধন সম্পত্তি বাড়ী ঘর এবং প্রিয়জনকেও বিসর্জ্জন করিয়াছিল। পরিতাপের বিষয় এই যে মুসলমানগণ সেই জিনিষকেও রক্ষা করিবার জন্য চেষ্টা করে না যাহা তাহাদের নিজস্ব ধর্ম্ম এবং অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য্যে পরিপূর্ণ। খৃষ্ট ধর্ম্মের প্রচারের জন্য খৃষ্টানগণ পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ২৫।৩০ বৎসর পূর্ব্বে আমি একটি পুস্তকে পড়িয়াছিলাম যে শিক্ষক, ডাক্তার এবং নার্স ইত্যাদিসহ রোমান-ক্যাথলিক এবং প্রটেষ্টেন্ট খৃষ্টানদের প্রচারকদের সংখ্যা ছাপ্পান্ন লক্ষ। ইহা হইতে অনুমান করা যাইতে পারে যে ৫৬ লক্ষ প্রচারক, তাহাদের জন্য পুস্তক রচনা, শিক্ষাদান এবং চিকিৎসা ও শুশ্রূষার ব্যয়বহুল কাজের জন্য কি পরিমাণ অর্থ ব্যয় হইতে পারে। জন প্রতি কমপক্ষে মাসে ১০০ টাকা ব্যয় হইলেও মাসে ৫৬ কোটি টাকার দরকার। স্পষ্টই বুঝা যায়, খৃষ্ট ধর্ম্মের উন্নতির জন্য যে অর্থ ব্যয় করা হয় তাহা মাসিক ৫৬ কোটির চেয়ে অনেক বেশীই হইবে। একমা আমাদের জমাতই তাহাদের মুকাবেলা করিতেছে। বাকী সমস্ত মুসলমান ক্ষমতায় আসীন হইবার চেষ্টায় মগ্ন আছে। আমাদের জমাতের জন্য ইসলামই বাদশাহী এবং ইসলামই সম্মানও।

যে সমস্ত মুসলমান রাজত্ব এবং মন্ত্রীত্বের গদী দখল করিবার জন্য ব্যস্ত আছে, আশ্চর্য্যের কথা এই যে তাহারাই অভিযোগ করে যে আমরা নাকি রাজনৈতিক বিপ্লব ঘটাইতে চাই বস্তুতঃ প্রত্যেকেই এক একটি বিপ্লব ঘটাইতে চায়। শ্রমিক চায় তাহার অবস্থা পূর্ব্বের চেয়ে উন্নত হউক। শ্রমিকের এই ইচ্ছা এবং অনুভূতির দরুণ তাহাকে রাষ্ট্রদ্রোহী বলা যাইতে পারে কি? আমরা চাই, ইসলামের শিক্ষা দুনিয়াতে প্রসারিত হউক, ইসলাম সমস্ত ধর্ম্মের উপর বিজয়ী হউক। আমাদের এই বাসনা রাজনৈতিক বিপ্লব নয়।

ইসলাম এবং রসুলে করীমের (দঃ) শিক্ষা সমস্ত দুনিয়াতে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করুক, এই ইচ্ছা যে আমাদের আছে তাহা আমরা কখনও অস্বীকার করি না। সামান্য বুদ্ধিমান লোকও ইহাকে রাজনীতি বলিয়া অভিহিত করিতে পারে না; ইহা একটি নিছক ধর্ম্মনৈতিক ইচ্ছা। দেশের শাসন ক্ষমতা হস্তগত করিবার জন্য রাজনৈতিক দল ও আন্দোলন সৃষ্টি করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। আমাদের আন্দোলন একটা নিছক ধর্ম্মনৈতিক আন্দোলন। শুধু ধর্ম্মই যে বিজয়ী হইতে চায় তা নয়; দর্শনও তাই চায়। কোন ব্যক্তি যখন অর্থনৈতিক ও সামাজিক দর্শন শাস্ত্রে জ্ঞান লাভ করে, সে তখন পৃথিবীতে তাহা প্রচার করিতে চায়। এই ইচ্ছার দরুণ তাহাকে আমরা দার্শনিক বলিব; রাষ্ট্র বিপ্লবী বলিব না, ইসলামের বিজয় প্রয়াসী ব্যক্তিকেও আমরা ধার্ম্মিক বলিব, রাষ্ট্র বিপ্লবী বলিব না। দার্শনিক অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্ত্তনে ইচ্ছুক ব্যক্তিকে আমরা দার্শনিক বলিব, এবং ইহার জন্য আইন সঙ্গত উপায়ে তোড়জোড় করা হইলে আইনসঙ্গত রাজনীতি বলিব; বেআইনী উপায়ে তোড়জোড় করা হইলে আইন বিগর্হিত রাজনীতি বলিব। উৎপত্তির দিক দিয়া ইহা মাত্র দর্শন। মোটের উপর অন্য লোকে যাহাই বলুক না কেন, প্রকৃত কথা এই যে আমরা পার্থিব রাজত্ব চাই না। আমাদের জীবন ইসলাম প্রচারে নিযুক্ত হউক, আমরা মাত্র এই চাই। ফলে হয়ত কোন স্থলে আহমদী বেশী হইবে এবং গণতন্ত্রের নিয়মানুযায়ী তাহারা অধিক সংখ্যক প্রতিনিধিত্বের অধিকারী হইবে। ইহা আমাদের আন্দোলনের অংশ নয়। ইহা পরিণাম মাত্র। আমরা চাই পৃথিবীর কোণে কোণে ইসলাম প্রচারিত হউক, সমস্ত ধর্ম্মের উপর ইসলামের বিজয় লাভ হউক, যেমন পূর্ব্বে হইয়াছিল, বরং তার চেয়েও বেশী হউক। এই কাজের জন্যই তাহরীকে জাদিদের প্রবর্ত্তন করা হইয়াছে। এই কাজই প্রত্যেক মুসলিমের জন্য অবশ্য কর্ত্তব্য। এই তাহরীক কোন বিশেষ শ্রেণীর জন্য নয়। ইহাতে অংশ গ্রহণ করা প্রত্যেক আহমদীর অবশ্য কর্ত্তব্য। যে আহমদী তাহরীকে অংশ গ্রহণ করিবে না, তাহার আহমদীয়ত এবং ইসলামকে আমরা দুর্ব্বল মনে করিব। ইসলামের সেবা এবং আহমদীয়তের প্রসারের জন্য যে ব্যক্তি কিছু ব্যয় করিতে চায় না, ইসলাম বা আহমদীয়ত গ্রহণ করা তাহার জন্য এক বিরাট ব্যর্থতা বই আর কিছুই নয়।

তহরীকে জদীদের প্রথম পর্য্যায় ও দ্বিতীয় পর্য্যায়ের মধ্যে পার্থক্য এই যে যাহারা প্রথম পর্য্যায়ে যোগদান করিয়াছে তাহারা "ছাবেকুনাল আওয়ালুন"। উনিশ বৎসর পর তাহাদের নাম ছাপাইয়া লাব্রেরীর মধ্যে রাখা হইবে, জমাতের মধ্যে প্রচার করা হইবে এবং স্মৃতি হিসাবে তাহাদের নিকট প্রেরণ করা হইবে, যেন তাহারা সারা জীবন নিজের কাছে এবং মৃত্যুর পর ভবিষ্যৎ বংশধরদের কাছে এই স্মৃতি রাখিয়া যাইতে পারে।

আমি এই কথাও বলিয়াছি যে প্রথম পর্য্যায়ে ব্যক্তিরা চরম ত্যাগ করিয়াছে। আমি জানি, জমাতের কোন কোন পুরুষ এবং কোন কোন স্ত্রীলোক এই তাহরীকে তাহাদের পাঁচ পাঁচ বা ছয় ছয় মাসের আয় দিয়াছিল। তার কারণ এই

(১০ম পৃঃ ১ম কঃ দ্রষ্টব্য)

এলান

এতদ্বারা সমস্ত প্রেসিডেণ্ট এবং আহমদী ভাই বোনদিগকে অনুরোধ করা যাইতেছে যে, ১৯৫৩ ইং সনের ১লা জানুয়ারী হইতে ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত কোন জমাত ও কোন ব্যক্তির মারৎ কতজন লোক বয়েত করিয়াছেন তাহা খাকছারকে অবিলম্বে জানাইবেন যেন বয়েতের রেজিষ্টারের সঙ্গে মিলাইয়া দেখিতে পারি। আরও অনুরোধ, ভবিষ্যতে তবলিগি রিপোর্ট ও বয়েত ফরম সোজাসোজি খাকছারের নিকট নিম্ন ঠিকানায় পাঠাইবেন।

আহসান উল্লাহ সিকদার
জঃ সেক্রেঃ তবলিগ ই, পি, এ, এ
পোঃ বক্স নং ৬ নারায়ণগঞ্জ।

ছিল যে এই তাহরীকে প্রথমে সীমাবদ্ধ সময়ের জন্য ছিল এবং তাহারা মনে করিয়াছিল যে এত বৎসর পর্য্যন্ত ত্যাগ স্বীকার করিব। এখন ইহা চিরস্থায়ী করা হইয়াছে। সুতরাং আমি মনে করি এত অধিক চাঁদা দেওয়া তাহাদের পক্ষে একটা বড় বোঝা। প্রত্যেক লোক ইহা উঠাইতে পারে না। যে সমস্ত লোকের সন্তানাদি নাই অথবা খরচ অল্প, তাহাদের কথা স্বতন্ত্র। তাহারা ইচ্ছা করিলে পূর্ব্বের ন্যায়ই চাঁদা দেউক। অন্যান্য যাহারা পূর্ব্ব পূর্ব্বে বৎসরে বেশী চাঁদা দিয়াছে তাহারা এখন কম দেউক। তবে হঠাৎ বেশী কম করিলে বাজেট উলট পালট হইয়া যাইবে। সেইজন্য তাহারা প্রতিবৎসর শতকরা ১০৲ টাকা করিয়া কম দেউক। আমার মতে বর্ত্তমান আয়কে লক্ষ্য করিয়া যদি কোন ব্যক্তি অর্দ্ধ মাসের বেতন ওয়াদা করে তবে তাহাও উত্তম কোরবাণী বলিয়া ধরা যাইবে। যে ব্যক্তি এক মাসের সম্পূর্ণ আয় দিবেন তাঁরও কষ্ট হইবে এবং যে ব্যক্তি পাঁচ বা ছয় মাসের আয় ত্যাগ করিবে তাহার পরিবারে অর্থনৈতিক বিপর্য্যয় হইবে, অবশ্য যাঁহাদের ব্যয় অত্যন্ত কম তাঁহারা ছাড়া। সুতরাং আমার ইচ্ছা এই যে এইরূপ লোকেরা প্রতিবৎসর শতকরা ১০৲ টাকা করিয়া কম চাঁদা দেউক যেন আস্তে আস্তে তাহা এক মাসের আয়ের সমান হইয়া যায়। দ্বিতীয় পর্য্যায়েও চাঁদার পরিমাণ যেন বৃদ্ধি পায়। প্রত্যেক আহমদী পুরুষ এবং স্ত্রী লোকের এই তাহরীকে যোগদান করা কর্ত্তব্য। শিশুদিগকেও ইহাতে অংশ গ্রহণ করানো উচিত। নিজের ওয়াদার সময় তাহাদের পক্ষ হইতে পয়সা, দু'পয়সা বা এক আনা ওয়াদা করানো উচিত। ওয়াদা শিশুদের নিকট হইতেই লওয়া উচিত। তাহা হইলে তাহারা জিজ্ঞাসা করিবে চাঁদা কি এবং কেন দিতে হয়। তখন তাহাদিগকে ইসলামের বিপদ আপদ এবং ইসলামের সৌন্দর্য্যের পরিচয় দেওয়া সহজ হইবে। ফলে শৈশব কাল হইতেই তাহাদের মধ্যে ইসলামের সেবা করার মনোবৃত্তি সৃষ্টি হইবে। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য ১৫ই ফেব্রুয়ারী এবং পূর্ব্ব পাকিস্তানের জন্য ৩১শে মার্চ্চ ওয়াদা করিবার শেষ তারিখ। পাকিস্তানের বাহিরে যে যে স্থানে অধিক সংখ্যক হিন্দুস্তানী বাস করে তাহাদের জন্য ওয়াদার শেষ তারিখ ৩০শে এপ্রিল এবং যে সমস্ত দেশে অধিক সংখ্যক হিন্দুস্তানী বাস করে না সেই সমস্ত দেশের জন্য ওয়াদার শেষ তারিখ ১৫ই জুন। ঐ সমস্ত তারিখ পর্য্যন্ত ওয়াদার লিষ্ট পৌছা চাই।

প্রথম পর্য্যায়ের লোকদিগকে আমি বলিব, অবসাদ না দেখাইয়া তাহারা যেন অধিকতর উৎসাহ দেখান এবং তাহাদের প্রত্যেকেই যেন অন্ততঃ ৫ জন লোকের নিকট হইতে ওয়াদা লউন। দ্বিতীয় পর্য্যায়ের ত্যাগের পরিমাণ অত্যন্ত কম। ওয়াদার পরিমাণ সোওয়া লক্ষ হইতে দেড় লক্ষ এবং আদায়ের পরিমাণ ৯৪'৯৫ হাজার টাকা মাত্র। এই বিরাট কাজ এই মুষ্টিমেয় অর্থে হইতে পারেনা। দেশ বিদেশে অবস্থিত আমাদের প্রচারকদিগকে অন্ততঃ পক্ষে সেই দেশের মজুরদিগের আয়ের সমপরিমাণ অর্থ দিতে হইবে। তবেই তাহাদের দ্বারা পুস্তিকা বিতরণ, ভ্রমণ এবং সভা সমিতি করা সম্ভব হইতে পারিবে।

আমাদের প্রচারকদের সমস্ত ব্যয়ের জন্য তাহাদের প্রত্যেককে মাসিক অন্ততঃপক্ষে ১০০৲ বা ১২৫৲ দেওয়া দরকার। ইহার জন্য আমাদিগকে প্রস্তুত হইতে হইবে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত জমআতের প্রত্যেকের মনে এই অনুভূতি না হইবে যে ইসলামের প্রচার এবং প্রসারই তাহার জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কাজ, ততক্ষণ পর্য্যন্ত সেই প্রস্তুতি হইবে না। এখন পর্য্যন্ত আমাদের মিশনের অধিকাংশই আফ্রিকা এবং এশিয়ার ভিন্ন ভিন্ন দেশে আছে। কতক মিশন ইউরোপ এবং আমেরিকার ভিন্ন ভিন্ন দেশেও আছে। আমাদিগকে এই সমস্ত মিশনের সংখ্যা আরও বাড়াইতে হইবে এবং সেইগুলিকে এরূপ শক্তিশালী করিতে হইবে যেন তাহারা ভালরূপে ইসলাম প্রচার করিতে পারে।

সুতরাং ত্যাগের জন্য জমআতের প্রস্তুত হওয়া কর্ত্তব্য। জমআতের প্রত্যেক ব্যক্তি, প্রত্যেক সেক্রেটারী, প্রত্যেক প্রেসিডেণ্ট এবং প্রত্যেক প্রভাবশালী ব্যক্তি জমআতের লোকগণের মধ্যে এই পরিকল্পনা ব্যাখ্যা করিবে এবং তাহরীকে জাদিদের ওয়াদা আদায় করিয়া কেন্দ্রে প্রেরণ করিবে, ওয়াদার টাকা আদায় করিবার পূর্ণ চেষ্টা করিবে। তাহরীকে জাদিদের এই নব পর্য্যায়ের অর্থাগম ব্যহত না হইয়া আন্দোলন যেন আরও শক্তিশালী হয়। খুতবা সমাপ্ত

হযরত আমীরুল মু'মিনিন (আইয়্যাদাহুল্লাহুতাআলা)র আদেশ ও উপদেশাবলী সুস্পষ্ট। সমস্ত আমীর, প্রেসিডেণ্ট, সেক্রেটারী এবং মজলিছে খুদ্দামুল আহমদীয়ার নিকট আবেদন করা যাইতেছে যে তাঁহারা যেন দফতরে আউওয়ালের মুজাহিদগণ ব্যতীত প্রত্যেক সাবালক নরনারীকে দফতরে দুওমে ভর্ত্তি করিয়া তাঁহাদের ওয়াদা যথাশীঘ্র কেন্দ্রে প্রেরণ করেন। বালক বালিকাগণের পক্ষ হইতেও যেন কিঞ্চিৎ অর্থ সংগ্রহ করা হয়। আল্লাহ নিজ সমীপ হইতে আপনাদের চেষ্টা ও সাধনাকে সফল করুন। আমীন।

বিনীত—কাজী মুহাম্মদ রশীদ
ওকীলুল মাল ছানী তহরীকে জদীদ।

নব-বর্ষের অভিনন্দন

(২য় পৃষ্ঠার পর)

শুধু নামেই নিজেকে আহমদী বলে পরিচয় দিলে চল্‌বে না। কাজেও প্রমাণ করতে হবে এর জন্যে আমাদের অন্তরের টান কতটা আছে।

খোদাতালা আহমদীয়াতের শিক্ষাকে আদর্শ শিক্ষা হিসাবে পেশ করেছেন দুনিয়ার সামনে, আর আমাদিগকে সুযোগ দিয়েছেন এই আদর্শের প্রতীক হ'তে। আমাদের কাজের ভিতর দিয়ে দুনিয়াকে দেখিয়ে দিতে হবে,—ইসলাম আজও মরেনি, বেঁচে আছে ঠিক যেমন বেঁচে ছিল তেরশত বছর আগে, হজরত রসুল করিমের (সাঃ) জমানায়। ইসলামের সজীবতা দেখাবার জন্য আল্লাহতালা এ জমানায় হজরত মসীহে মওউদকে (আঃ) পাঠাইয়াছেন। সেই আদর্শে অনুপ্রাণিত হ'তে হ'বে প্রতিটি আহমদীকে। তবেই লোকে জানতে পারবে যে ইসলাম মরে নাই, বেচে আছে।

আমাদের সামনে এক মহাপরীক্ষার দিন আগত প্রায়। এই পরীক্ষায় অবিচল থেকে যাঁরা খোদা ও রসুলের নামে নিজেকে কোরবান করে যেতে পারবেন, তাঁরাই হবেন ভাগ্যবান। সেই ভাগ্যবানদের খাতায় যাতে আমাদের নামও লেখা থাকে, আসুন আজ থেকে আমরা সে চেষ্টাই করি। মরতে মানুষকে একদিন হবেই। আহমদীয়তে নাম লিখিয়ে যে ওয়াদা আমরা করেছি, যেদিন তা অক্ষরে অক্ষরে পালন ক'রে মরতে পারবো, সে দিনই হবে আমাদের সার্থক মরণ। এ ওয়াদা শুধু পুরুষের নয় মেয়েরাও সমান অংশীদার। মানুষের মন থেকে সমস্ত কলুষ দূর করে দিয়ে আমাদের গড়তে হবে এক নূতন সমাজ; উদ্বুদ্ধ করতে হবে তাকে নূতন প্রেরণা দিয়ে, নূতন বাণী শুনিয়ে, যাতে করে সে সমাজ পৌছতে পারে মানবতার আখেরী মনজিলে। আহমদী জমাত সে সমাজ গড়ে তোলার ভার নিয়েছে। আজ সকলে আল্লার দরগাহে এই দোয়াই করুন, যাতে আহমদী জমাতের প্রতিটি ভাই বোন তাঁর দিদার লাভ করতে নিজেদের উৎসর্গ করে দিতে পারি। আমীন।

বাঙ্গালী বোনদের কাছে আমার একটি আরজ এই যে, আপনারা যতদূর পারেন উর্দ্দু শেখার চেষ্টা করুন। একথা আমি উর্দ্দুর পক্ষপাতী হয়ে বলছি না। শুধু এ জন্যই বলছি যে উর্দ্দুর সাথে আহমদীয়তের ঘনিষ্ঠ সংযোগ রয়েছে। উর্দ্দু পড়তে পারলে ছিলছিলার কেতাবের মারফৎ আপনারা কোরআন হাদীছের মানে বুঝতে পারবেন, হজরত মসীহ মওউদের বাণী ও হজরত আমীরুল মোমেনিনের আদেশ সাক্ষাৎভাবে জানতে পারবেন। একাধিক ভাষা শেখায় লাভ বই ক্ষতি নাই। বিভিন্ন ভাষা জানা থাকলে কাজের সুবিধা হয়। বাঙ্গালী বোনদের যেমন উর্দ্দু শিখতে বললাম, অবাঙ্গালী বোনদেরে কাছেও আরজ করি, তাঁরাও বংলা শেখার চেষ্টা করেন। দুই ভাষা ভাষী দু'টি বোন যখন পরস্পরের ভাষা আয়ত্ব করতে সক্ষম হবেন, তখনই একে অপরকে সম্যক জানতে পারবেন, এক বোন অপর বোনের কাছে নিজ নিজ মনের কথা ব্যক্ত করতে পারবেন। এতে করে উভয় তরফ থেকে গড়ে উঠবে সৌহার্দ্দ, প্রীতি, ভালবাসার বুনিয়াদ।

আমার দ্বিতীয় আরজ, যে সমস্ত বোনেরা এখানে 'লাজনা'র সভায় সামেল হন, তাঁরা যেন প্রত্যেকেই কিছু না কিছু বলার চেষ্টা করেন; তা মৌখিকই হউক, লিখিতই হউক বা কোন বই পড়েই হউক না কেন। এখানে এসে যদি আপনারা বলার অভ্যাস না করেন, তা হলে অপরিচিত লোকের সামনে আপনাদের মুখ খুলবে না, মুকই হয়ে থাকবেন, কিছুই বলতে পারবেন না। তা হ'লে অন্যের কাছে আহমদীয়তের তবলীগ হয়ে উঠবে না। সর্ব্বশেষে আমি বলতে চাই যে এই বছর আমাদের কাজ কিভাবে চলবে সকলে মিলে তারই একটা তালিকা করুন, যাতে অন্যান্য বছরের চেয়ে এবছর আমরা আরও বেশী কাজ দেখাতে পারি। আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি। আল্লাহতালা আমাদের সহায় হউন। আমিন।

দারোত তবলীগের ওয়াদার লিষ্ট

৩য় দফা

		ওয়াদা	আদায়
B. F.		৩২০৬৷৷০	৩০৩৷৷০
	রামপুর জমাত		
১।	ইব্রাহিম সাহেব	১৷০	
২।	W/o ইব্রাহিম	১৷০	
৩।	ইসমাইল } S/o ইব্রাহিম	১৷০	
৪।	ইসহাক } S/o ইব্রাহিম	১৷০	
৫।	ইয়াজ ইয়া } S/o ইব্রাহিম	১৷০	
৬।	গুলজান বিবি M/o ইব্রাহিম	১৷০	
৭।	মনির উদ্দিন আফ্রাদ চৌধুরী	১৲	
৮।	W/o চৌধুরী মনির উদ্দিন আফ্রাদ	১৲	
৯।	চৌধুরী আজম আলী আফ্রাদ	১৲	
১০।	W/o "	১৲	
১১।	সাহাব উদ্দিন আফ্রাদ } চৌঃ আজম আলী আফ্রাদ	৪৲	
১২।	মোক্তার উদ্দিন আফ্রাদ } চৌঃ আজম আলী আফ্রাদ		
১৩।	চৌঃ নাজেম উদ্দিন আফ্রাদ } চৌঃ আজম আলী আফ্রাদ		
১৪।	রহিমা খাতুন } চৌঃ আজম আলী আফ্রাদ		
১৫।	চৌঃ আবদুর রেজ্জাজ আফ্রাদ	১৷৷০	১৷৷০
১৬।	আয়েশা খাতুন সাহেবা Sister of আবদুর রেজ্জাক আফ্রাদ	১৲	
১৭।	রজব আলী সাহেব	১৲	
১৮।	W/o রজব আলী	১৲	
১৯।	আজম আলী } C/o রজব আলী	৭৲	
২০।	নজম উদ্দিন } C/o রজব আলী		
২১।	মোমতাজ উদ্দিন } C/o রজব আলী		
২২।	রেজিয়া খাতুন } C/o রজব আলী		
২৩।	সুফিয়া খাতুন } C/o রজব আলী		
২৪।	W/o আজম আলী } C/o রজব আলী		
২৫।	চেরাগ বিবি } C/o রজব আলী		
		২৭৲	

পাইকসা

১।	অছিউজ্জমান খান সাহেব	১৲	
২।	আবেদা খানম সাহেবা W/o অছিউজ্জমান খান	১৲	
৩।	আমেনা খানম D/o অছিউজ্জমান খান	১৲	

হালুয়া পাড়া

১।	ছরফরাজ এম, এ ছাত্তার সাহেব	১০৲	
২।	কবিরাজ মোঃ ইজাজুল হক	৫৲	
৩।	আবদুল বারি	১০৲	
৪।	ওয়াছিল উদ্দিন ভূঞা	২৲	
৫।	তাহের উদ্দীন মিঞা	১৲	

তেরগাসি

১।	আবদুর রহমান সাহেব	৫৲	
২।	আবদুল আমীন সাহেব	২৷৷০	
৩।	আবদুল মজিদ	৷৷০	
৪।	আবদুল উছমান	৷৷০	
৫।	আবদুর রেজ্জাক	১৲	১৷৷০
৬।	মনির উদ্দীন	২৲	
৭।	আবদুর রশিদ	১৲	
৮।	ইস্রাইল	৷০	
৯।	বাবর আলী	৷৷০	
১০।	গনো মিয়া	৷৷০	
১১।	তমির উদ্দীন	১৲	
১।	সৈয়দ আজিজুন্নেছা সাহেবা		৫৲
২।	আনিছুর রহমান উকিল	৫০০৲	
	(সর্ত্ত :— যদি ইলেকসানে পাস করেন তবে)		
৩।	আবদুল জব্বার (কেনু মাইন)	২৲	
৪।	সৈয়দ সাইদ আহমদ (তাতার কান্দি)	১৲	
৫।	বেগম সাদেকা W/o সৈয়দ সাইদ আহমদ	১৲	
৬।	আবদুল্লা খান চৌধুরী (জামাল)	১৫৲	
১।	সিরাজুল হক	৫৲	
২।	W/o সিরাজুল হক	৫৲	
৩।	করম আলী আফ্রাদ	৷৷০	৷৷০
৪।	নূরজাহান বেগম D/o করম আলী আফ্রাদ	১৲	
৫।	মোঃ ছিদ্দিক হুসেন	১৲	৫৲
	মোট	৩৮৩৫৷০	৩১৫৷৷০

তালিম-তরবিয়ত

আল্লাহতালা বলিয়াছেন—আকেমচ্ছালাতা লি জিকরী,"—আমার স্মরণের জন্য নামাজ কায়েম কর (সুরা তাহা আয়েত ১৫); "ইন্নাচ্ছালাতা কানাত আলাল মোমেনীনা কিতাবাম মাওকুতান"—নির্দ্দিষ্ট সময়ে নামাজ আদায় করা মোমেনের ফরজ। (সুরা নেছা ১০৪ আয়েত)। হজরত রসুল করীম (দঃ) ফরমাইয়াছেন—"যে ব্যক্তি ইচ্ছা করিয়া নামাজ ছাড়ে, নিশ্চয় সে কুফর এখতিয়ার করে।" হজরত মসিহ মাউদ (আঃ) বারংবার ফরমাইয়াছেন, নামাজ জমাতের সাথে এবং সুন্দর করিয়া আদায় করা প্রত্যেক আহমদীর ফরজ।

নামাজই মোমেন ও কাফেরের মধ্যে একমাত্র ব্যবধান। নামাজ ছাড়িয়া মুসলমান বলিয়া দাবী করা জগতকে ধোকা দেওয়া ছাড়া আর কিছুই নহে।

হজরত খলীফাতুল মসিহ ছানি (আইঃ) বলেন—"কোরআন করীম অবগত হওয়া এবং ইহার উপর আমল করার নামই ইসলাম। সমস্ত জমাত বন্দোবস্ত করুক যেন প্রত্যেক আহমদী কোরআন করীমের অর্থ শিক্ষা করে ও ইহার উপর আমল করে।"

ইসলামের বহু প্রয়োজনীয় তফসিল হাদিস ও ফেকাহ শাস্ত্র দ্বারা জানা যায়। ইসলামের মৌলিক শিক্ষা সমূহ কোরআন করীম হইতেই অবগত হওয়া যায়। .....ইসলাম গ্রহণের অর্থ কোরআন করীমের শিক্ষাসমূহের উপর বিশ্বাস রাখা ও তদনুযায়ী আমল করা। কোরআন করীমের তর্জ্জমা নাজানা ছাত্র-ছাত্রীগণের বিষয় উল্লেখ করিয়া হুজুর বলেন, কোরআন করীমের সঙ্গে যাহাদের সম্পর্ক নাই, ধর্ম্মের সঙ্গে কিরূপে তাহাদের সম্পর্ক থাকিতে পারে?

আহসান উল্লাহ সিকদার
সেক্রেটারী, তালিম-তরবিয়ত ই, পি, এ, এ

কায়েদগণের প্রতি

আচ্ছালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহে ওয়া বরাকাতুহু—বড়ই পরিতাপের বিষয়, আপনাদিগকে ঘন ঘন পত্র লিখা সত্বেও আপনাদের নিকট হইতে জবাব না পাওয়ায় জনাব নায়েব সদর সাহেব অত্যন্ত দুঃখিত। আশা করি কায়েদগণ আপনাপন শিথিলতা দূর করিয়া কর্ত্তব্য কার্য্যে তৎপর হইবেন। হজরত খলিফাতুল মসিহ সানি (আইঃ) ফরমাইয়াছেন "যুবকগণের এসলাহ ব্যতীত জাতির এসলাহ হইতে পারে না।

বন্ধুগণ নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির সঠিক জবাব অতিসত্বর পাঠাইবেন।

১। আপনার মজলিশ কবে কায়েম হইয়াছে ?

২। পূর্ব্বের বাজেট কি ছিল ?

৩। বাজেটের আদায়কৃত টাকা কিরূপে খরচ করা হইয়াছে ?

৪। বর্ত্তমানে পূর্ব্ব আদায়কৃত টাকা হইতে কত টাকা হাতে আছে ?

৫। আপনার মজলিশে ছাপানো রশিদ বহি আছে কি না ?

আদায়কৃত টাকার এক তৃতীয়াংশ আপনার স্থানীয় খরচে লাগাইতে পারেন। বাকী ২ অংশ মেহেরবাণী করিয়া ফেরৎ ডাকে আমার নিকট পাঠাইয়া দিবেন।

খাকছার—চৌধুরী নজরুল ইসলাম খান
মোতামেদ, ই, পি, এম, কে, এ
পোষ্ট বক্স নং ৬ নারায়ণগঞ্জ।

জীবিত ধর্ম্ম

(৪র্থ পৃষ্ঠার পর)

শিথিল হইও না, তোমরা বিষন্ন হইও না, তোমরাই প্রবল থাকিবে, যদি তোমরা মোমেন থাক।" (সুরা আল ইমরান—১৪ রুকু)। "এবং তোমাদিগের মধ্যে সদা একদল থাকিবে যাহারা মানব জাতিকে মঙ্গলের দিকে আহ্বান করিবে এবং সৎকাজ করিতে উপদেশ দিবে এবং মন্দ কাজ করিতে নিষেধ করিবে ; এবং ইহারাই সাফল্য লাভ করিবে।" (সুরা আল ইমরান ১১ রুকু)।

গত ১৩৫০ শত বৎসরের ইতিহাস সাক্ষ্য দিতেছে যে ইসলামে সদা এক বিজয়ীদল হইয়া আসিয়াছে এবং আজও একদল সফলতার দিকে চলিতেছে যাহারা সারা জগতে ইসলাম প্রচার করিতেছে। অচিরেই সারা জগতে ইসলাম জয়যুক্ত হইবে। মোমেনগণ সম্বন্ধে আল্লাহতায়ালা বলিয়াছেন, "তাহাদিগের আলো তাহাদিগের অগ্রে অগ্রে ছুটিতে থাকিবে এবং তাহাদিগের ডাহিনে। তাহারা বলিবে : হে আমাদিগের রব! আমাদিগের আলো আমাদিগের জন্য পূর্ণ করিয়া দাও এবং আমাদিগকে ক্ষমা কর, নিশ্চয়ই তোমার ক্ষমতা আছে সকল বস্তুর উপর।" (সুরা তাহরীম—২য় রুকু)। এই আয়েত স্পষ্টই নির্দ্দেশ করিতেছে যে আল্লাহতায়ালা মোমেনগণকে জ্ঞানের সকল বিভাগে ও জীবনের সর্ব্বক্ষেত্রে প্রাধান্য দিবেন।

———

জরুরী এলান

সকল আঞ্জুমনের মেম্বরগণকে জানান যাইতেছে যে, আগামী ২০শে ফেব্রুয়ারী শনিবার মোসলেহ মাউদ দিবস প্রতিপালিত হইবে। আপনারা স্ব স্ব আঞ্জুমনে মোসলেহ মাউদ সম্বন্ধে হজরত মসিহ মাউদ (আঃ)এর ভবিষ্যত-বাণী, তাহার জন্ম, শিক্ষা, খেলাফত এবং তাঁহার আজ পর্য্যন্ত কার্য্যাবলীর বিষদভাবে বর্ণনা করিবেন এবং জলসার রিপোর্ট অত্র আঞ্জুমনের তবলীগ সেক্রেটারীর নামে প্রেরণ করিবেন।

* * * *

আগামি মার্চ্চ মাসের ৫, ৬ এবং ৭ তারিখে ঢাকা দারোত তবলীগে পূর্ব্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক আঞ্জুমন আহমদীয়ার বার্ষিক জলসা অনুষ্ঠিত হইবে।

শেষের দিন সুরা কমিটির বৈঠক বসিবে। পূর্ব্ব পাকিস্তানের সকল আঞ্জুমনের প্রেসিডেন্ট এবং সেক্রেটারীদিগকে অনুরোধ করা যাইতেছে যে তাহাদের স্ব স্ব আঞ্জুমনের যদি কোন আলোচ্য বিষয় থাকে তবে তাহারা যেন অতি সত্বর তবলীগ সেক্রেটারীকে অবহিত করান। তাহাদিগকে আরোও অনুরোধ করা যাইতেছে যে তাহারা যদি কোন ব্যক্তি বিশেষকে সুরা কমিটিতে প্রতিনিধি করিয়া পাঠাতে চান তবে পূর্ব্বাহ্নে তাহা যেন তবলীগ সেক্রেটারীকে তাহাদের নাম এবং ঠিকানাসহ জানান।

খাকছার—
মোহাম্মদ ওমর বসির আহমদ
সেক্রেটারী তবলীগ, ই, পি, এ, এ

আহমদীপাড়া মজলিশে খোদ্দামুল আহমদীয়ার রিপোর্ট

১৯৫৩ ডিসেম্বর মাসে আহমদীপাড়া মজমিশের খোদ্দামগণ মোট ৩১জনকে তবলীগ করিয়াছে। কতকজনকে 'আহমদী' কাগজ ও ইস্তাহারাদি দেওয়া হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে কয়েকজন হিন্দু ও মুসলমান ব্যবসায়ী উল্লেখযোগ্য। মজলিশের তরফ হইতে প্রায় ১৫জন মেম্বার তবলীগ খাসের ওয়াদা করিয়াছেন। প্রথম দলে ডাঃ আলুয়ার হুসেন (প্রেসিডেন্ট আঃ আঃ আহমদী পাড়া) ১লা জানুয়ারী হইতে কাজ শুরু করিয়াছেন। স্থানীয় মসজিদুল মাহদীতে জুম্মার নামাজের পর খোদ্দামদের উদ্যোগে মোট ৪টি সভা অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এই মাসে আহমদী পাড়া একজন প্রবীন আহমদী মারা গিয়াছেন। ইন্না-লিল্লাহে অ ইন্না ইলায়হে রাজেউন। আমরা তাঁহার জানাযা, দাফন ও কাফনের ইন্তেজাম করিয়া দিয়াছি।

নিবেদক—শাহীদুর রহমান
কায়েদ মজলিশে খোদ্দামুল আহমদীয়া,
আহমদীপাড়া, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া।

[সকল প্রবন্ধের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন। কেহ ইচ্ছা করিলে পাক্ষীক আহমদীর নাম উল্লেখ করিয়া ইহা হইতে উদ্ধৃত করিতে পারেন]

Printed at the AHMADI PRESS and Published by Mvi. Anwarul Haque
from 4, Bakshi Bazar Road, Dacca. Editor, G. S. Khadim, B. L.